শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত

প্রিয়পার্ষদপ্রবর 'শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজের অনুগৃহীত

ও পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীসমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-গোস্বামি-মহারাজের

অনুসৃতধারাবস্থিত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ-
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

প্রথম-সংস্করণ—

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী
৩০ গোবিন্দ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
৯ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
(২৩।৩।২০১৬ ইং)।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে— শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভূমিকা

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবন্নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অশেষ কৃপায় ''শ্রীচৈতন্যের প্রেম'' নামক একটী পরম মহিমাময় বিষয়বস্তু সকলের গোচরীভূত করিবার অবকাশ লাভ হইয়াছে। ইহা বস্তুতঃ একটী বক্তৃতা বিশেষ। পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রকটকালে ৫ই ভাদ্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (২১ আগষ্ট ১৯৩২ ইং) কলিকাতার ১৫নং কলেজ স্কোয়ারস্থ 'এলবার্ট হলে' এই বক্তৃতা পরিবেশিত হইয়াছিল। সেই সভায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেন্সেলার ডাঃ শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই-ই, এম-এ, এল-এল-ভি, সূরিরত্ন মহোদয় সভাপতি-রূপে বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে তৎকালীন 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক এই বক্তৃতা পরিবেশন করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালীন 'গৌড়ীয়ে'র ১১শ বর্ষে (১১, ১২, ১৪, ১৮, ২০, ২১, ২২ ও ২৬ সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে উক্ত বৎসরেই উহা একটী পুস্তিকা-মধ্যে সংরক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে উহাই পুনঃ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল।

'প্রেম' বস্তুতঃ আত্মারই নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু জগতে তাহা দুর্ল্লভ—''**অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, এ-প্রেম নৃলোকে না হয়।**'' প্রেম—কিছু ভাবাবেগ নয়, বা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণকর সাধন নয়। প্রেম—ভগবানের প্রতি জীবের স্বাভাবিক সেবাবৃত্তি, স্বাভাবিক আকুলতা-ব্যাকুলতা। তাহাতে নিজের সামান্যতম সুখানুসন্ধান থাকে না। জগতে সেই প্রেমেরই বিকৃত রূপ—নিজ-সুখান্বেষণ-পর 'কাম' পরিদৃষ্ট হয়।

এই বিশেষ প্রসঙ্গটী আলোচনার দ্বারা পাঠক মাত্রই 'প্রেম'-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ লাভ করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাধক-সাধিকাগণ ইহাতে সুষ্ঠুরূপে 'প্রেম—প্রয়োজন'-ব্রতে ব্রতী হইতে পারিবেন।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী
৩০ গোবিন্দ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
৯ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
(২৩।৩।২০১৬ ইং)

‘শ্রীচৈতন্যের প্রেম’ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের কিছু বিশেষ বক্তব্য

‘‘গত ১৬ আগষ্ট (১৯৩২) মঙ্গলবার শ্রীবলদেব আবির্ভাব-দিবসে অপরাহ্ন-কালে মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-এল, কে-টি, সি-আই-ই, সূরিরত্ন মহোদয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বিশেষ মনোযোগের সহিত ‘শ্রীচৈতন্যের প্রেম’ সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অসমোর্দ্ধত্ব-বিষয়ে কীর্ত্তনকালে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ‘‘**শ্রুতিমপরে**’’ শ্লোক এবং ‘‘**আহুশ্চ তে নলিননাভ**’’ শ্লোক প্রভৃতির অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-দ্বারা অপ্রাকৃত গোপীগণের অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারের সৌন্দর্য্য বিচারমূলে প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—গোপীগণের যে পারকীয় বিচার, তাহা Consort-এর বিচার, Spouse-এর বিচার নহে। কৃষ্ণকে ঐরূপ বিচারে দর্শন করিতে না পারিলে আমরা জাহাঙ্গীরের বিচারে উপনীত হইব। জগতের Civic Society formally manage করিয়া ‘চুপিচাপি’ বিগর্হিত কার্য্যকে বাহ্য সৌন্দর্য্যের মুখোসে যেরূপ আবরণ করিয়া রাখা হয়, সেরূপ কপটতায় পারকীয় বিচার বুঝা যায় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ ও শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবের পারকীয় ও আপাত প্রতীয়মান স্বকীয় বিচারের ধারণার তাৎপর্য্যসমূহ বর্ণন করেন এবং ‘‘শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকে’’ শ্রীরায় রামানন্দ পারকীয় বিচারের যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বিচারমুখে তাহারও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-লীলামাধুরী কিরূপভাবে বিগ্রহত্ব ধারণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন। কারণোদক-শায়ী, গর্ভোদক-শায়ী, ক্ষীরোদ-শায়ী মহাবিষ্ণুগণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ আসিয়া উপস্থিত হন নাই,—বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে উপস্থিত হইয়াছেন—বলিলেই ঐ সকল অবতারকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আরও অনেক কিছু বলা হয়। বুদ্ধ,

বর্দ্ধমান-জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রেমের অভাব জ্ঞাপন করিয়া ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমপ্রচারেরই পুষ্টি করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভোগী ও ত্যাগিদের বিচার-স্রোত প্রতিরোধ করিয়া প্রেমপ্রচার করিতে বসিয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে যাহার যত কথা আছে, তাহাতে বাধা দিয়া সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাটের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথার অবতারণা। মানবজাতি ভোগী বা ত্যাগি-সজ্জায় যত কিছু উচ্চ অবস্থালাভ করুক, তাহা সকলই ‘কাম’-শব্দবাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত মানবজাতির ঐ সমস্ত কথা নিরাস করিয়া বাস্তবসত্যের কথা বলিয়াছেন —সত্যের মুখ্যশক্তির উপাসক হইলে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যাইবে, জানাইয়াছেন। বিদ্ধশাক্তেয়-বাদিগণ গৌণী-শক্তির উপাসনা করিয়া যে-সকল Hegelian চিন্তাস্রোত আবাহণ করিয়াছেন বা বৈদান্তিক-ব্রুব হইয়া ত্যাগি-সম্প্রদায় Phenomenal exploiatation-এর দ্বারা Transcendental-এর যে কল্পনা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সকল ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের কপটতাকে নিরাস করিয়া ‘প্রেম’কেই চরমপ্রাপ্য বস্তুরূপে স্থাপন করিয়াছেন। Anthropomorphic, Zoomorphic, Apotheotic, Philanthropic প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রেমের অভাব-জ্ঞাপক।

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছেন—হে মহাবদান্য, তোমার মতো দানশৌণ্ড আর কেহ নাই, তুমি নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া সমস্ত দান করিয়াছ, ইহা মানবজাতিকে ভোগা দেওয়ার মতো দান নয়, অনর্থদান নয়,—সাক্ষাৎ কৃষ্ণদান। শ্রীরূপ আমাদিগকে তাঁহার ‘‘**অনর্পিতচরীং চিরাৎ**’’ শ্লোকে আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্ভোগ-লীলাতে আমাদিগের নিকট কিছু কৃপণতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঔদার্য্যময়ী শ্রীচৈতন্যলীলায় কোন কৃপণতাই করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর শতকরা শতভাগ সেবার ঔজ্জ্বল্য-প্রদর্শনকারীই যে সত্য সত্য ব্রাহ্মণ, ইহা জানাইয়াছেন। প্রেমানন্দ-সমুদ্রের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদস্থ জলবিন্দু-তুল্য।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত প্রেমপ্রচারের একমাত্র প্রদর্শিত পথ। দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর—কেহই শ্রীরূপানুগ-বরের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে

পারেন না। কোন প্রাদেশিক বা কোন জাতীয়তাবাদের দিক হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার নহে। 'আমরা বাঙ্গালাদেশের লোক' বা 'আমরা ভারতবর্ষের লোক', 'আমরা অমুসলমান', 'সুতরাং আমাদের বাঙ্গালাদেশের, ভারতের বা অমুসলমান-সম্প্রদায়ের সুবিধা হউক'—এইরূপ অপসাম্প্রাদায়িকতা-প্রচার প্রেমের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। যে-কোন দেশে, যে-কোন স্থানে, যে-কোন পাত্রে যে-কেহ উদিত হউক না কেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেম সকলের চেতনবৃত্তিতে উদিত হইতে পারে।

শ্রীরামানুজের (প্রচারিত ভক্তিতে) আড়াইটী রস এবং শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সর্ব্বাঙ্গময়ী শতকরা শত-পরিমাণ সেবায় পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা প্রকটিত হইয়াছে। বিভুচিৎ পরমেশ্বর ও অণুচিৎ জীব—ইঁহাদের মধ্যস্থ হইয়া যিনি ইঁহাদের নিত্যসম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া দেন, সেই গুরুবস্তু Opaque (অস্বচ্ছ) নহেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন Transparent (স্বচ্ছ)। শ্রীগুরুদেবের মধ্য দিয়া কৃষ্ণদর্শন হয়। "**সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ**" বলিতে গিয়া যদি জীব সেখানে তাহার কিছু ভাগ বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে 'প্রেম' জিনিষটী পাওয়া যাইবে না। প্রেম জিনিষটী মানুষে ধরিতে না পারিলেও প্রেমের রাজ্যের দূত মানবজাতিকে তাহার একটা দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা করেন। যাহার কপাল ভাল, সে ধরিতে পারে। Altruism (পরার্থপরতা) আমাদের আরাধ্য নহে, প্রেমই একমাত্র আরাধ্য। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের Infant class-এ আছেন, তাঁহারা এ-সকল কথা সত্য সত্য প্রেমিকের নিকট আলোচনা করুন।"

এস্থলে প্রশ্ন,—পূর্ণবস্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেম হইতে যদি Altruism-কে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রেম খণ্ড হইয়া পড়ে কি না। তদুত্তর এই যে—"শ্রীচৈতন্যের প্রেমেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অকপট Altruism বা পরার্থপরতা আছে। জগতে যে তথাকথিত Altruism-এর মোহিনী মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাতে পরার্থপরতা দূরে থাকুক, তাহা পরহিংসারই কুহকবিদ্যা। কেবল বদ্ধজীবের দেহ ও মনের উপকারের দ্বারা তাহার প্রকৃত উপকার হয় না—'কার্য্য'-বিনাশের দ্বারা 'কারণ' বিনাশ হয় না। একটীমাত্র মূল কারণ বিনষ্ট হইলেই অসংখ্য কার্য্য সমূলে উৎপাটিত হয়। যাঁহারা প্রকৃত

প্রেমিক—যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া প্রকৃত পরার্থপরতা, সৎস্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার যুগপৎ অপূর্ব্ব সম্মেলনের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রচারকেই জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের একমাত্র বাস্তব উপায় বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন।"

(গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন।।
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি—প্রেম মহাধন।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪, ১২৫)

"কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু।।"

(চৈঃ চঃ আদি ৭। ৮৪, ৮৫)

"পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন।।
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস।।"

(চৈঃ চঃ আদি ৭। ১৪৪, ১৪৫)

“প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম-করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।।”

(শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্)

‘প্রেম—প্রয়োজন, পুরুষার্থতম’,
শ্রুত ছিল কা’র কবে?
শ্রীনাম যে এত, মহিমা-পূরিত,
জানিত কে পূর্ব্বে ভবে??
মহামাধুরী-ভর, বৃন্দাবনান্তর,
ছিল কা’র প্রবেশ, আহা!
রাধা—ভাবনিধি, চমৎকারাবধি,
জানায়েছে কে বা তাহা??
এক শ্রীচৈতন্য, করুণা-প্রপূর্ণ,
ঢালি’ দিলা ভব ভরি’।
ব্রহ্মারো দুর্ল্লভ, সখে! সেই সব,
আস্বাদহ যতন্ করি’॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

মঙ্গলাচরণ

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

পূর্ব্বভাষ

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, চার বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১৯৩৫ সনে প্রায় এই সময়েই এই এলবার্টহলে “শ্রীচৈতন্যের দান” সম্বন্ধে তিন দিন ক্রমিকভাবে আমাদের কিছু বল্‌বার অবসর হয়েছিল।

আজকের বহুগুণালঙ্কৃত, জনপ্রিয় ও বহুবরেণ্য সভাপতি মহোদয়ের দিক্ হতে লোকের যথেষ্ট আকর্ষণ এবং সভাপতির সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতা থাক্‌লেও বক্তার দিক্ হ’তে কোনই আকর্ষণ বা যোগ্যতা নেই। তবে বক্তা বিশ্ববিভূষণ মহাজন ও গুরুবর্গের বাণীর নগণ্য বাহকসূত্রে যে-সমস্ত কথা তাঁ’র অস্ফুট ও অযোগ্য ভাষায় কীর্ত্তন কর্‌বার জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তা’তে মনে হয়, সেই সকল কথায় প্রত্যেকেরই—অনেকেরই কিছু শুন্‌বার আছে।

বক্তৃতার বিষয়-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে

যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে এই শ্লোকে প্রণাম করেছিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীরূপের এই শ্লোকের পদ কয়েকটি হতেই মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্ব বৎসর, বর্ত্তমান বৎসর ও ভবিষ্যতের জন্য বক্তৃতার কয়েকটী বিষয় নির্ব্বাচন করেছেন। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য যা' দান করেছেন; সেই দানের বিষয়েই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বক্তব্য বিষয় ছিল। শ্রীচৈতন্যের সেই দানই— শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, এইজন্য তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। এই কৃষ্ণপ্রেমই—'শ্রীচৈতন্যের প্রেম'। শ্রীচৈতন্যকে এইজন্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার' বলেছেন। শ্রীচৈতন্য—কৃষ্ণ, কি ক'রে তাঁকে ভজন করতে হবে, তা' বিতরণই তাঁর প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনই 'প্রেম'।

প্রথম তরঙ্গ

শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে ও উদ্ধবকে তাঁর উপাসনার কথা অনেক বলেছেন,—'আমাকে ভজনা কর', 'আমার শরণ গ্রহণ কর', 'আমাতে প্রীতি কর', ইত্যাদি। কিন্তু আমরা অনেকে নিজের তুলনায় বিচার ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে দাম্ভিক মনে করেছি; মনে করেছি—"যে ব্যক্তি আত্মম্ভরির মতো নিজের পূজা নিজে যাচ্ঞা করে, সে ব্যক্তি আবার কিসে পূজার পাত্র? তাঁর '**যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ**' শিক্ষার মূল্যই বা কি?" কৃষ্ণের পরমকল্যাণময়ী শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে কৃষ্ণ এবার কার্ষ্ণের বেষে—কৃষ্ণভক্তের বেষে এসে নিজের ভজন নিজে আচরণ ক'রে শিক্ষা দিলেন,—কৃষ্ণসেবায় অচৈতন্য জগতের চৈতন্য বিধান করলেন; জানালেন,—একমাত্র প্রেম ব্যতীত আর অন্য কিছু দিয়েই পূর্ণতম জিনিষের সেবা হয় না।

প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ বা পুরুষার্থ

সেই শ্রীচৈতন্য কি বলেছেন,—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

যখন সেই কৃষ্ণ জীবোদ্ধারের জন্য লোকশিক্ষা-কল্পে এক পরম ঔদার্য্যময়ী সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর সেই নিঃসহায়া নিঃস্বা মাতাকেও সেই কথাই বলেছিলেন,—

"আনের তনয় আনে রজত-কাঞ্চন।
আমি আনি' দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥"

আবার রায় রামানন্দের মুখে স্বয়ং বক্তা হয়েও জগৎকে জানিয়েছেন,—

"সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যা'র সেই বড় ধনী॥"

যে মুক্তি এ'জগতে মানবের চিন্তার শেষ সীমা—চরম প্রাপ্য, সেই মুক্তি বা মুক্তের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ক'রে ব'লেছেন,—

''মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যা'র, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥''

'প্রেম' ব্যতীত ইতরবিষয়ে প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞানের কারণ কি?

বর্ত্তমান তথাকথিত অর্থনীতি, তথাকথিত স্বাধীনতা-নীতির দিনে আমরা অনেকে এ'সকল কথা শুনে কথাগুলিকে অনেক সময়ে বিদ্রূপের পাত্র, না হয় আমাদের আলোচনার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে ক'রে হয়ত সভাই পরিত্যাগ করবো। এতে আমাদের বা তাঁদের কোন দোষ নেই; আমরা যে জগতে এসে পড়েছি, যে পারিপার্শ্বিকতা ও সঙ্গ-প্রভাবের দ্বারা অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত হচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা খণ্ড রাজ্য, এখানে সব তৃতীয় মানের (Third Dimension) কথারই বিকি-কিনি হয়, তুরীয় মান (Fourth Dimension), সেই তুরীয়েরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত, চতুর্ব্বর্গেরও মস্তকের মণি পঞ্চম-প্রয়োজন প্রেমের কথা এদেশে নাই—থাক্‌তে পারে না। আমরা এ'জগতে যা'কে 'ভালবাসা' মনে করি, 'Love' বলি বা যা'কে প্রেমের ছবির সঙ্গে সমান করতে চাই, সেগুলি 'প্রেম' ত' নয়ই, বরং প্রেমের পরিপন্থী, প্রেমের উপর সহস্র সহস্র আবরণ—অত্যন্ত বিকৃত প্রেমাভাব মাত্র।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও অচৈতন্য বা অপচৈতন্যের কাম

তাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমকেও আমরা অচৈতন্যের কামের চশমা দিয়ে দেখতে যাই। শ্রীচৈতন্যেই প্রেম আছে, অচৈতন্যে কেবল কামের তাণ্ডব। কামে অচৈতন্যের জন্ম, কামেই অচৈতন্যের স্থিতি, আবার কামেই অচৈতন্যের লয়। দেহ ও মন—যেটা আমাদের খুব স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুভব-রূপ সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, সেই দুটো জিনিষই অচৈতন্য। মনটাকে 'চেতন' ব'লে মনে হলেও এটা অবিমিশ্র চেতন নয়, চেতনের আভাস মাত্র। এতে চেতনের একটা প্রতিবিম্ব পড়েছে ব'লে চেতনের

মতো মনে হচ্ছে। মনেই কামের জন্ম, দেহে কামের ব্যাপ্তি। এজন্য কামকে 'মনসিজ' বলে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—

''অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।''

নৃলোকে অসম্ভব বস্তুতে নৃমাত্রাধিকার

নরলোকে প্রেম অসম্ভব, কিন্তু যা' নরলোকে অসম্ভব, শ্রীচৈতন্য তা'কেই আবার বল্‌লেন—''**নৃমাত্রস্যাধিকারিতা**''—অর্থাৎ এতে নর-মাত্রেরই অধিকার।

নবধা ভক্তিও 'প্রেম' ব্যতীত কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে অসমর্থ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই জগতে ভক্তির কথা প্রচারিত হ'য়েছে। এমন কি, যখন হিরণ্যকশিপুর মত ভীষণ পরাক্রমশালী দৈত্য প্রহ্লাদকে কতশত-ভাবে বাধা দিয়েছিল, তখনও প্রহ্লাদ বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তিকে সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন ব'লে প্রচার ক'রেছিলেন; রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ সকলেই জগতে নবধা ভক্তির বিভিন্ন ভক্ত রেখে গিয়েছেন। পূর্ণতম পুরুষ, যাঁ'কে জয়দেব—''**দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ**'' বলে প্রণাম করেছেন, যাঁ'কে ভাগবত—''**কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**''—বলেছেন, যাঁ'কে ব্রহ্মসংহিতা—''**ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ**'' বলেছেন, সেবার ষোলকলা যাঁতে পূর্ণতা লাভ করেছে, সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের প্রেমের কথা আমরা কেবল গল্পের মত শুন্‌তে পেয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বল্লেন,—''নবধা ভক্তিও প্রেম ব্যতীত সুখ সম্পাদন করতে পারে না। লবণ ব্যতীত যেরূপ বহুঘৃত-মশলায় প্রস্তুত ব্যঞ্জন ব্যর্থ, ক্ষুধা ব্যতীত যেরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী ব্যর্থ, অর্থ-বোধ ব্যতীত যেরূপ মনোরম গ্রন্থপাঠ ব্যর্থ, ফল ব্যতীত যেরূপ সুশোভিত উদ্যান ব্যর্থ, তদ্রূপ প্রেম ব্যতীত মুকুন্দ-ভক্তিও ব্যর্থ।''

দ্বিতীয় তরঙ্গ

একমাত্র পূর্ণতম প্রেমিকের আবির্ভাবেই জগতে 'প্রেম' প্রকাশ

এ'জগতে প্রেম নিরূপিতই হ'তে পারে না। যদি বা কোনক্রমে নিরূপিত হয়, তথাপি প্রতীতির বিষয় হয় না। এখানে যদিও কা'রও প্রেমতত্ত্ব-শ্রবণে যোগ্যতা হতে পারে, তথাপি তা' ব্যক্ত করা যেতে পারে না, কারণ উপর্য্যুপরি প্রেম-বিভাবে মহা-উন্মত্তের ন্যায় হ'তে হয়। কেবল যদি কোন মহাপ্রেমিকের সাক্ষাদ্দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। পরম প্রেমভর-বতী শ্রীরাধিকা—যাঁ'র আনখ-কেশাগ্র, যাঁ'র প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক অস্মিতা, প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক মুদ্রা প্রেমময়ী—প্রেমের দ্বারা গঠিতা, সেই মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হন, তবেই সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেমা সাক্ষাৎ অনুভূত হতে পারে। সেই ভগবতীই সেই প্রেমা ব্যাখ্যা করতে পারেন। কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হলেই তাঁতে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেম-লক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়ে থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাতও হতে পারে। সেইরূপ নিজ-প্রেমবিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয় অথবা সেই পরম প্রেমভর-বতী শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তা' হলেই জগতে প্রেম প্রকাশিত হতে পারে।

শ্রীচৈতন্যাবতারে গোলোকের প্রেমের রূপধারণ ও ভূলোকে অবতরণ

এদেশে প্রেম একবার মাত্র রূপ ধরে এসেছিলেন, সেই নিজপ্রেম-বিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্র; তাঁ'র পরম প্রেমভর-বতী স্বরূপশক্তির সহিত আলিঙ্গিত হয়ে প্রেম-আস্বাদনের জন্য ও প্রেম-বিতরণের জন্য যখন অবতীর্ণ হলেন, তখনই আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের,

যা' ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মস্তকে নৃত্য করতে পারে, সেই প্রেমের কথা শুনবার অবসর পেলাম। এইজন্যই এক বৈষ্ণব কবি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গেয়েছেন,—

''প্রেমা-নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥''

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত)

'প্রেমা'-নামক পরমপুরুষার্থ কা'রই বা কর্ণগোচর হয়েছিল? কে-ই বা নামের এরূপ মহিমা জান্‌তেন? কারই বা বৃন্দাবনের মহামাধুরী-সমূহে প্রবেশাধিকার ছিল? কে-ই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধারাণীকে উপাস্যরূপে জান্‌তেন? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ ক'রে এসমস্ত আবিষ্কার করেছেন।

জগৎ প্রেমের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ কেন?

প্রাকৃত কামে বদ্ধজীব-সমষ্টির জন্ম, কামের আবহাওয়ায় আমাদের পরিপুষ্টি এবং মৃত্যু ব'লে আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আমরা অনেক সময় মনে করি—সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, সামাজিক প্রভৃতি হয়ে মনে করি,—*'বুঝি শ্রীচৈতন্যের প্রেম—শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম এ-জগতের কামের ছবিরই অনুকরণ ক'রে গৃহীত হয়েছে।'*

'প্রেম' কি জাগতিক কামেরই অনুকরণ বা অংশ?

আমাদের এই কল্পনা 'কূপমণ্ডূক'-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। একটী ব্যাঙ্ সমুদ্রের বৃহত্ত্বের কথা শুনে মনে করেছিল যে, তার কূপেরই ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ নিয়ে সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। তার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে সে তার কূপ অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু কল্পনাই করতে পারে না। যেখানে যত কিছু আছে, সকলই সেই কূপেরই অংশ—এই পর্য্যন্তই তা'র বুদ্ধির গতি ছিল। যারা

অপার্থিব প্রেমকে পার্থিব কামেরই আর একটা প্রতিমূর্ত্তি মনে করে, তাদের বুদ্ধিও ঐরূপ ব্যাঙের বুদ্ধি।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে কাম ও প্রেমের লক্ষণ জানিয়েছেন,—

"কাম, প্রেম—দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র 'প্রেম' ত প্রবল॥"

সেটী কিরূপভাবে প্রকাশিত, তা' পুনরায় বলছেন,—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কাম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব 'কাম' 'প্রেম'—বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

খণ্ডিত বস্তুতে প্রেমাভাব, সুতরাং বিরোধ বা অনৈক্য

এই কথাগুলি হতেই আপনারা বেশ বুঝ্‌তে পারেন যে, কাম হ'তে প্রেম জিনিষটা কতদূর তফাৎ। খণ্ডিত বস্তুতে কখনও প্রেম হ'তে পারে

না। কারণ, অন্য খণ্ডিত অংশ এসে সেখানে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এ জগতে যদি আমরা চোখের কাম পরিতৃপ্ত করতে যাই, তা' হলে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এগুলি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; যদি কাণের কাম পরিতৃপ্ত করতে যাই, অন্য ইন্দ্রিয়গুলি সেখানে সপত্নীর মত এসে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে—মানুষকে অস্থির ক'রে তোলে। আমরা যদি রসনার পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে খুব বেশী ক'রে পোলাও কালিয়া খাই, তখন পেট বিদ্রোহী হয়ে বলে,—'*রসনাই যত সুখ-ভোগ করবে, আর আমি কেবল তা'র জন্য খেটে মরবো?*' তখন আমাদের পেট নানাপ্রকার পীড়া, যন্ত্রণা, অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে থাকে।

তৃতীয় তরঙ্গ

আধুনিক মনঃকল্পিত 'জীব-প্রেম' (?) ও 'বিশ্বপ্রেম' (?) সম্বন্ধে সমালোচনা

বর্ত্তমানে আমরা 'জীব-প্রেম', 'বিশ্বপ্রেম' কথাগুলি খুব শুন্‌তে পাই; কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধারণ ক'রে যদি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের কথা শুনি, তা'হলে দেখতে পাব—ঐ সব চিন্তাস্রোত আমাদের প্রেমের অভাব, এমন কি, একটা অত্যন্ত অপস্বার্থপরতা ও হিংসাবৃত্তি-মূলেই উদিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে-প্রেমের কথা বলেছেন, তা'তে পূর্ণবস্তু কৃষ্ণকে নিয়ে Integer (পূর্ণ, অখণ্ড) স্থির করা হয়। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বা অন্তরে কার্য্যতঃ কৃষ্ণকে নির্ব্বাসিত ক'রে যে-'জীব-প্রেম' 'বিশ্বপ্রেম' প্রভৃতি কথা জগতের লোকের সমবেদনা ও চিত্ত আকর্ষণ করছে, সেটা কেবল প্রেমাভাব মাত্র। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথাটার একটা দিক্‌দর্শন করবার চেষ্টা করছি।

কর্ম্মীর পরোপকার-প্রণালীর চিত্তবৃত্তি

মনে করুন—রাস্তার ধারে একটী কুষ্ঠরোগী বসে খুব আর্ত্তনাদ করছে। যিনি প্রচলিত বা তথাকথিত জীবপ্রেম-বাদী, সেই প্রকার এক কর্ম্মবীর সেই স্থান দিয়ে চলছিলেন। কুষ্ঠরোগীর ঐপ্রকার অবস্থা এবং করুণ আর্ত্তনাদ কর্ম্মবীরের হৃদয় বিচলিত ক'রে দিল। তিনি অত্যন্ত যত্ন ক'রে, এমন কি নিজের শরীরের দিকে পর্য্যন্ত না তাকিয়ে সেই কুষ্ঠরোগীটিকে হাসপাতালে নিয়ে চললেন এবং তা'র উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কর্ম্মবীরের বহু যত্ন-সত্ত্বেও সেই রোগীটি স্বাস্থ্য ভাল করতে পারল না, কিংবা হয়ত স্বাস্থ্য লাভ করলো; কিন্তু '*শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্*'—এই ন্যায়ানুসারে কুষ্ঠরোগীর অন্য একপ্রকার কঠিন পীড়া উপস্থিত হলো। স্বাস্থ্য লাভ ক'রে শরীরের উপর নানাপ্রকার অবৈধ অত্যাচার করার দরুণ রোগীকে পুনরায় ভীষণতর রোগে আক্রান্ত হতে হ'ল। রাজযক্ষ্মা,

কালাজ্বর বা নানাপ্রকার অস্পৃশ্য ঘৃণ্য ভয়াবহ ব্যাধি তা'র শরীর আক্রমণ কর্‌ল। দ্বিতীয় কর্ম্মবীর এসে সেই রোগীর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধাদির ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তি ও চেষ্টা

সেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যখন ঐভাবে করুণ আর্ত্তনাদ করছিলেন, তখন মহাত্মা শাক্যসিংহের অনুগত কোন ব্যক্তি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখে মনে করলেন—"*অহো! এই ত' মানবের শরীরের অবস্থা, রাজার দেহও একদিন রোগাক্রান্ত হতে পারে, আর দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে যেখানে চেতন, সেখানে সেখানেই ক্লেশানুভূতি, সুতরাং কিছুতেই অস্তিত্ব রাখা কর্ত্তব্য নয়।*" তিনি এই বিচার ক'রে সেই কুষ্ঠরোগীর আর্ত্তনাদ উপেক্ষা ক'রেই বোধি-বৃক্ষের তলে, না হয় হিমালয়ের গহ্বরে গিয়ে স্থান নিলেন। "*চেতন-ধর্ম্ম বিলুপ্ত করতেই হবে, এই চেতন-ধর্ম্মই ক্লেশের কারণ, সুতরাং এই কারণকেই নির্ম্মূল কর্‌বো*"—এ'টাই হলো তাঁর ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা।

শ্রীচৈতন্যদাসগণের চিত্তবৃত্তি এবং আমূল ও আত্যন্তিক উপকার বা দয়া

সেই রাস্তা দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের একজন ভক্তও যাচ্ছিলেন, তিনি কুষ্ঠরোগীর অবস্থা দেখলেন, দেখে কর্ম্মবীরের মত হঠাৎ উত্তেজিত হ'লেন না—ধৈর্য্য হারালেন না; কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসক যে-ভাবে রোগীর রোগ নির্ণয় করেন, সেই প্রণালীতে রোগীর পারিপার্শ্বিক লোকের ক্রন্দন, রোগীর আর্ত্তনাদ প্রভৃতিতে ধৈর্য্য না হারিয়েও রোগের নিদান অনুসন্ধান করতে থাকলেন। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে, যখন রোগীর বাড়ীতে কোন ডাক্তার-কবিরাজ আসে, তখন রোগীর 'আত্মীয়-স্বজন' নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, এমনকি ডাক্তারকে পর্য্যন্ত এত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলেন যে, তাতে একদিকে যেমন খুব সুবিজ্ঞ চিকিৎসক না হলে ডাক্তারের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ হয়, আর একদিকে

তেমনই রোগীকে অত্যন্ত বেশী শুশ্রূষা ও যত্নের আপাত ভাব দেখাতে গিয়ে রোগীকেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে হয়। তা'তে রোগীর পীড়া কমে যাওয়া ত' দূরের কথা, বরং আরও বেড়েই যায়। কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর ঐপ্রকার প্রলাপ এবং রোগীর সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে, তথাকথিত আত্মীয় স্বজনের প্রলাপ বা অতিব্যস্ততায় ব্যস্ত না হয়ে রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ কি, মূল কি, নিদান কোথায়—তার অনুসন্ধান করেন।

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বা ত্রিতাপ—
'কার্য্য' মাত্র; 'কারণ'—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা

প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। কারণ উৎপাটিত হলে কার্য্যগুলি সহজেই চিরতরে বিলুপ্ত হতে পারে। 'কার্য্য'ই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; 'কারণ' অনেক সময়েই নেপথ্যে বা অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। গাছের মূল মাটির অভ্যন্তরে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্রোথিত থাকে, কিন্তু মূলের কার্য্য-স্বরূপ যে ডালপালা-ফুল-ফল—সেগুলিই নিরন্তর প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কারও সুন্দর দালানে বটগাছ হয়েছে, বটগাছের কেবল পাতা-শাখাগুলি দেখা যাচ্ছে, মূলটী প্রাচীরের অন্তরে লুক্কায়িত। যতবার বটগাছ গজিয়ে ওঠে, গৃহস্বামী কেবল পাতা-শাখাগুলি ছেঁটে দিয়ে থাকেন; কিন্তু তা'তে বটগাছ একটুও নির্ম্মূল হলো না, বরং ভেতরে আরও অধিক শক্তি সঞ্চার করতে থাকলো—মূলকে আরও বিস্তার করতে থাকলো। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, কতকগুলি গাছ আছে, তা'দের যত কেটে দেবেন, ছেঁটে দেবেন, ততই আরও অধিকতর ভাবে তাদের **প্রসবিনী শক্তি পরিবর্দ্ধিত** হতে থাকে। কর্ম্মবীর যে ঐ রোগের গাছ-পালা, ফল-ফুলগুলো দেখে কেবল পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনের প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন, তা'তে অনেক সময় রোগের মূল কারণের প্রসবিনী শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়ে যায়—জীবের বহির্ম্মুখতার শক্তি বা পরিণাম আরও বেড়ে উঠ্‌তে থাকে। এজন্য শ্রীচৈতন্যের দাস যখন

ঐ কুষ্ঠ-রোগীকে দেখ্‌লেন, তখন কেবল প্রত্যক্ষ কার্য্য দেখে আপাত আর্দ্রভাবে বুদ্ধিহারা না হয়ে ঐ কার্য্যের কারণ কোথায়, তা অনুসন্ধান করতে থাকলেন—'*ঐ কুষ্ঠরোগী এমন কি কাজ করেছে, যা'র জন্য তাকে এ প্রকার যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগ্‌তে হচ্ছে?*'

বৈষ্ণবাপরাধী কুষ্ঠরোগী ও গলৎকুষ্ঠী
বাসুদেবের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব

সজ্জনমণ্ডলি! আপনারা একবার শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের একটী চিত্র উন্মোচন করুন, সেই কুষ্ঠী বাসুদেবের কথা একবার স্মরণ করুন। যখন প্রথমোক্ত কুষ্ঠরোগীটি শ্রীচৈতন্যের নিকট এসে উপস্থিত হলো, তখন শ্রীচৈতন্যদেব বললেন,—'*এই ব্যক্তি ভগবানের ভক্তের চরণে এমন একটা অপরাধ করেছে, যার জন্যে শুধু এজন্মে কুষ্ঠরোগ কেন, এর চেয়ে আরও অনেক গুণে যন্ত্রণাদায়ক রোগে অনন্তজন্ম একে ভুগ্‌তে হবে।*' অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা, অত্যন্ত রাজদ্রোহের অপরাধ হয়েছে ব'লে আমরা এই ত্রিতাপের কারাগারে এসে উপস্থিত হয়েছি। কুষ্ঠরোগ বা শারীরিক মানসিক কোন ব্যাধি ত' সেই অনন্ত ত্রিতাপের একটা সামান্য বৈচিত্র্যের অন্যতম।❀ সেই কুষ্ঠরোগী যখন শ্রীচৈতন্যের শরণাগত হয়ে বল্লেন—'*তাহলে আমার উদ্ধারের উপায় কী?*' তখন শ্রীচৈতন্যদেব কুষ্ঠরোগীকে চরকসংহিতার কোন কথা বললেন না, কিংবা কোন বুজ্‌রুক

❀—চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রও স্বীকার করেন যে, বিশেষ বিশেষ গুরুতর অপরাধ বা পাপ হইতে বিশেষ বিশেষ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে ব্যধিগুলিরও উপশম হয়। কিন্তু কর্ম্মমার্গে যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ও সদ্‌যুক্তিতে তাহা হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত-বিধান দ্বারা পাপের বীজ অবিদ্যার বিনাশ না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ঐ পাপ সংঘটিত হইতে পারে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্‌বৈদ্যগণ ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র সকল ত্রিতাপ উন্মূলনের অমোঘ ও অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত—এই ত্রিতাপ-উন্মূলনেরই অদ্বিতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীর মত কিছু ভস্ম বা তাবিজ কবচও দিলেন না। বল্লেন,—'*যে মুখ দিয়ে কাঁটা বিঁধেছে, সেই মুখ দিয়েই কাঁটাকে বের করতে হবে। তুমি শ্রীবাসের চরণে অপরাধ করেছ, শ্রীবাস যদি ক্ষমা করেন, তাহলে তোমার এই রোগের বীজ নির্ম্মূল হবে, নতুবা স্বয়ং ধন্বন্তরিও এসে যদি তোমার এই কুষ্ঠরোগ সারিয়ে দেন, সেটা কদিনের জন্য? কারণ তোমার ঐ মনোহর দিব্যদেহের মধ্যেও যে বটগাছের বীজটী—অপরাধের বিষাক্ত বীজটী লুক্কায়িত রয়েছে, সেটী ধন্বন্তরিও নির্ম্মূল করতে পারবেন না। তিনি কেবল উপরের ডালাপালাগুলোই কেটে দিবেন।*' যখন সেই কুষ্ঠরোগী গিয়ে শ্রীবাস-চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, তখনই সেই কুষ্ঠরোগীর আসল রোগ নির্ম্মূল হলো, তখনই তাঁর আত্মা আবরণ-মুক্ত হলো—সুপ্ত আত্মা উদ্বুদ্ধ হলো।

কেবল মানুষের রোগ-নিরাসমাত্র হলেই তার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় না। সুস্থ হয়ে সুস্থের মত চলা ফেরা করতে না পারলে সুস্থ হবার সার্থকতা কি? তাই শ্রীচৈতন্যদেব সেই দিব্যদেহ প্রাপ্ত কুষ্ঠরোগীকে বললেন,—'*তুমি যে-মুখে ভগবানের ভক্তের নিন্দা করেছ, সেই মুখে যদি কেবল ভগবানের ভক্তের গুণ কীর্ত্তন কর, তা' হলে কোনদিন কোনপ্রকার ভবরোগই আর তোমাকে আক্রমণ করবে না।*'

রোগের অনুভূতিই যন্ত্রণাদায়ক। যাঁরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমে অণুপ্রাণিত, তাঁদের যদি বাহ্য দেহে সাধারণ চক্ষুতে রোগও দৃষ্ট হয়, তা'তে তাঁ'দের কৃষ্ণে অধিকতর প্রেমই বর্দ্ধিত হয়ে থাকে; আমাদের মতো কৃষ্ণে ভক্তি কমে যায় না। আমাদের মতো তাঁরা বলেন না,—'*হে কৃষ্ণ, যখন তুমি আমার রোগ সারাতে পারলে না, আমার একমাত্র পুত্র-কন্যাকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে পারলে না, তখন তোমার অস্তিত্ব নাই, তোমাকে ভজন করবো না।*' বরং দুঃখে, কষ্টে, বিপদে, নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তিতে, রোগে-শোকে সেই মহীশূরের কৃষ্ণরাজ-সাগরের অপূর্ব্ব দৃশ্যের ন্যায় তাঁদের প্রেম আরও অধিকতর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাঁ'রা তখন

'**তত্তেঽনুকম্পাং**' শ্লোক পাঠ করতে করতে অধিকতর বিপ্রলম্ভে ও কৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন।

শ্রীচৈতন্য যে আলিঙ্গন-দ্বারা কুষ্ঠী বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁকে উদ্ধার করে কি করলেন? বল্লেন,—

"**—কভু তোমার না হবে অভিমান।**
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম॥
'কৃষ্ণ' উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এজন্য এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণাম করে বলছেন,—

"**ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।**
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥"

অমোঘের বিসূচিকা-রোগ ও শ্রীচৈতন্যের কৃপার প্রকার

সজ্জনমণ্ডলি! সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের কথা স্মরণ করুন। শ্রীচৈতন্যের চরণে অপরাধ করার দরুণ অমোঘ যখন দারুণ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন, —'*অমোঘ, তোমার হৃদয়—ব্রাহ্মণ-হৃদয়, তা' কৃষ্ণের যোগ্য বসতিস্থল, সেখানে প্রেমের আসন না পেতে তুমি কেন সেখানে প্রেম-বিরোধী মাৎসর্য্যের আসন পাত্‌লে?*' শ্রীচৈতন্য তখন সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে অমোঘকে কৃপা ক'রে তাঁকে ভগবদ্ভক্তির—ভগবৎসেবার উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্যবিরোধ বা বহির্ম্মুখতা যে বিসূচিকা-রোগ-রূপ কার্য্য বা লক্ষণ প্রকাশ করেছিল, সেরূপ অনন্ত বিসূচিকা-রোগ বা ত্রিতাপ শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সমূলে নির্ম্মূল হলো।

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের জীবে দয়ার প্রণালী

সজ্জনমণ্ডলি! আপনারা সেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের নাম শুনেছেন—ঠাকুর হরিদাসের নাম শুনেছেন—

ভবরোগবৈদ্য মুরারিগুপ্তের নাম শুনেছেন—তাঁ'দের 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি এরূপ ছিল। তাঁ'রা পূর্ণবস্তুকে ধ'রেই Integer (পূর্ণ, অখণ্ড) গণনা করেছেন এবং পূর্ণবস্তুকে প্রীতি ক'রে—পূর্ণবস্তুর বিভিন্নাংশ জীবকে পূর্ণবস্তুর প্রীতিতে দীক্ষিত ক'রে প্রকৃত পরমেশ্বর-প্রেমের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

'জড়দেহে' জীবত্ব-দর্শন কামেরই পরিচায়ক

যদি দেহকে দর্শন ক'রে 'জীব-দর্শন' হয়, তাহলে এক দেহের আর এক দেহের প্রতি যে আকর্ষণ, তা' কখনই 'প্রেম'-পদবাচ্য হতে পারে না। দেহে দেহে আকর্ষণকে 'কাম' বলে। আর যদি অণুচেতনকে লক্ষ্য করেও 'জীব' বলা হয়, তাহলেও অণুচেতনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি 'প্রেম'পদ-বাচ্য হতে পারে না। কেননা তাহলে প্রেম একটি অসম্পূর্ণ খণ্ডিত বস্তু হয়ে যায়।

জীবকে প্রেমিকরূপে প্রকাশই শ্রীচৈতন্যভক্তের
জীবে দয়া বা পরোপকার-প্রণালী

সজ্জনমণ্ডলি! আপনারা লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন যে, উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে প্রকৃত জীবের প্রতি দয়া, জীবের রোগের বীজ-উৎপাটন, জীবকে প্রেমিক ক'রে দেওয়ার চেষ্টা একমাত্র শ্রীচৈতন্যভক্তের আদর্শেই প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থ তরঙ্গ

শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্করাদির প্রয়াস—
সর্ব্বাবতারী শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারেরই ব্যতিরেক-ভাবে সেবা

ভগবান্ বুদ্ধদেব, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সকলেই ন্যূনাধিক অন্বয় বা ব্যতিরেক-ভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই পোষকতা করেছেন। কপিলবাস্তুর রাজকুমার যে "**অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ**" নীতি প্রচার করেছেন, সেটাও প্রেমের বিরুদ্ধভাব-নিরাসের একটা নিষেধ-মূলক দিক্ মাত্র। প্রেমের অভাবের নাম—হিংসা; প্রেমে হিংসা নাই। অহিংসায় প্রেমের সমস্ত কথা নাই, কিন্তু প্রেমে আনুষঙ্গিকরূপে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে অহিংসা-ধর্ম্ম অনুস্যূত রয়েছে। আপনাদের কাছে আমি একটী পৌরাণিক আখ্যান বলছি ঃ—

একসময় দেবর্ষি নারদ বদরিকাশ্রম হতে প্রয়াগে ত্রিবেণী-স্নান করবার জন্য বনপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়, পথে দেখতে পেলেন, কতকগুলি হরিণ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রক্তাক্ত-কলেবরে অত্যন্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। নারদ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেন, ঠিক সেইরকম অবস্থায় কতকগুলি শূকর বনমধ্যে পড়ে রয়েছে; নারদ আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলেন, হয়ে দেখলেন, ঠিক ঐপ্রকার আহত অবস্থায় কতকগুলি শশক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে। ক্রমে আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন—একটী কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি রক্তবর্ণ-চক্ষু ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বৃক্ষের আড়ালে থেকে কতকগুলি মৃগের উপর লক্ষ্য ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নারদ সেইদিক্ দিয়ে যেতেই মৃগগুলি সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। দেখে ব্যাধ নারদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। নারদ যেন তার মুখের গ্রাসটী কেড়ে নিলেন। কিন্তু নারদ তাতে কোনপ্রকার বিচলিত না হয়ে ব্যাধের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ব্যাধকে বললেন,—'*বনের মধ্যে কতগুলি অর্দ্ধমৃত পশু দেখ্‌তে পেলাম, সেই সব কার্য্য কি তোমার?*' ব্যাধ বললে—*হাঁ*; তখন

নারদ ব্যাধকে বললেন,—'*আমাকে একটি জিনিষ তোমার ভিক্ষা দিতে হবে।*' ব্যাধ মনে করেছিল—নারদ বুঝি তার কাছে অন্যান্য সাধুবেশী ব্যক্তি-গণেরই মতো বাঘছাল বা মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি চাইবেন। এরূপ কল্পনা ক'রে ব্যাধ নারদকে বলল—'*ঠাকুর, তুমি আমার বাড়ী চল, বাঘছাল চাও, কি মৃগের চর্ম্ম চাও, তোমার যা' খুশি তোমাকে তাই দেব।*' নারদ বললেন,—'*আমি ঐ সমস্ত কিছুই চাই না, আমার একটি মাত্র ভিক্ষা এই, তুমি যে-পশুগুলিকে হত্যা কর, ঐগুলিকে আধমরা ক'রে না মেরে একেবারে মেরে ফেলবে।*' তা'তে ব্যাধ বললে,—'*ঠাকুর, আমি পিতার কাছ থেকে এইরকমই শিক্ষা ও উপদেশ পেয়ে এসেছি যে, জন্তুগুলিকে আধমরা ক'রেই মার্‌তে হয়, তাতে আমাদের হৃদয়ে খুব আনন্দ হয়। জন্তুগুলি যত ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌তে থাকে, আমাদের হৃদয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে ওঠে। তুমি সাধু, তুমি আমাদের সেই আনন্দে বাধা দিচ্ছ কেন?*' নারদ বললেন,—'তোমার আনন্দ যাতে তোমার নিরানন্দের কারণ না হয়, সেজন্যই আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষাটি চাচ্ছি, তুমি এখন বুঝ্‌তে পারছো না যে, এতে ভবিষ্যতে তোমায় কত কষ্ট পেতে হবে। তোমার পিতার শিক্ষাই বল, আর তোমার গুরুজনের শিক্ষাই বল, তোমার জন্ম থেকে যতগুলি পশু মেরেছ তোমাকেও আবার ততগুলি পশুরূপে পরিণত হয়ে তাদের কাছ থেকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে; তখন তারাও তোমাকে আধমরা ক'রে এইরূপ ভাবেই মেরে রাখ্‌বে এবং তুমি যখন তাদেরই মত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকবে, তখন তারাও হাতে তালি দিয়ে নাচ্‌তে থাকবে,—সুদে-আসলে প্রতিশোধ নেবে।

কর্ম্মরাজ্যের পরস্পর সম্বন্ধ

তুমি সেই ক্লেশের ভাবী বাস্তব চিত্র এখন মনে ভাব্‌তেও পার্‌ছ না; কিন্তু জেনে রাখো, এই জগৎটাই এইপ্রকার। এখানে যতটা ধার করা যাবে, ততটা ধার শোধ ত' করতেই হবে, তাছাড়া আরও অনেক সুদ দিতে হবে। ধার শোধ না ক'রে কা'রও যাবার উপায় নাই। তুমি যদি ধার শোধ না দাও,

প্রকৃতি তোমার সে ধার পরিশোধ করাবেই করাবে।' ব্যাধ নারদের কথা শুনে বললে—'*সত্যি ঠাকুর! আমাকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? তাহলে আমার রক্ষার কি উপায়?*' নারদ বললেন,—'উপায় আছে, কিন্তু তুমি কি আমার কথা শুন্‌বে?' তখন ব্যাধ্‌ বল্‌লে,—'*হাঁ, নিশ্চয়ই শুনব, আপনি বলুন।*'

আসক্তির দ্রব্যটি ভাঙ্গা চাই

নারদ বললেন,—'আমার কথা শুন্‌বার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, তোমার ধনুকটি সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্গতে হবে।' ব্যাধ বলে উঠল—'*বলেন কি ঠাকুর, এই ধনুকটিই হলো আমার জীবিকার একমাত্র উপায়, ধনুক ভাঙ্গলে খাব কি?*' তখন নারদ বললেন,—'হাঁ, তুমি যেটিকে তোমার একমাত্র উপায় মনে করছ, সেটি না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত আমার কথা শোনা হবে না, আর রক্ষাও পাবে না। তোমার খাওয়ার চিন্তা কি? তোমার দ্বারে এত জিনিষ এসে উপস্থিত হবে যে, তুমি নিজে খেয়ে, তোমার স্ত্রীকে পরিপালন ক'রে, বহু লোককে বিতরণ করেও তোমার অনেক জিনিষ বাঁচবে।' তখন ব্যাধ বললে—'*আচ্ছা, বলুন ঠাকুর! আপনি যা' বলবেন, তাই করবো; এই আপনার সামনে আমার ধনুকটি ভাঙ্গছি।*' তখন নারদ বললেন,—'তুমি এবং তোমার পত্নী, এই দুইজন প্রয়াগে গঙ্গার তীরে একটি কুটীর বেঁধে বাস কর এবং সেখানে একটী তুলসীমঞ্চ রচনা ক'রে তুলসী পরিক্রমা কর, আর সমস্ত হিংসা পরিত্যাগ ক'রে অনুক্ষণ ভগবানের নাম কীর্ত্তন করতে থাকো।' নারদের উপদেশে ব্যাধ এইরূপভাবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করায়, সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়ে গেল যে,—'*মহা-হিংসক ব্যাধ মহা-বৈষ্ণব হয়েছে।*' চতুর্দ্দিক হতে কত কত লোক সর্ব্বক্ষণ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যাধের কাছে আসতে থাকলো, তারা দুজনে কত আর খাবে!

ব্যাধের নিকট সন্ন্যাসিশিষ্য-সহ নারদের গমন

একদিন নারদ তাঁর সেই ব্যাধ-শিষ্যকে দেখ্‌বার জন্য তাঁরই আর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য, নাম তাঁর পর্ব্বতমুনি, তাঁকে ডেকে বল্লেন,—'চল, আমার

একটি শিষ্য দেখ্‌বে।' দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বতমুনি যখন ব্যাধের কুটীরের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলেন, তখন ব্যাধ শ্রীগুরুদেবকে আসতে দেখে অত্যন্ত বিনীতভাবে পথে কোনপ্রকার পিপীলিকাদি জন্তু তাঁর পদাঘাতে বিনষ্ট না হয়, লক্ষ্য করতে করতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলতে লাগল। যে-ব্যাধ একদিন অসংখ্য জন্তুকে বাণবিদ্ধ ক'রে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতে আনন্দ বোধ করতো, সেই ব্যাধ আজ বৈষ্ণবগুরুর সঙ্গ-প্রভাবে একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত তার পদাঘাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে দেখে তা'কে সম্বোধন ক'রে নারদ বললেন,—

হরিভক্তের অহিংসাধর্ম্ম আনুষঙ্গিক

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

হে ব্যাধ! তোমার এই সমস্ত অহিংসাদি গুণ আশ্চর্য্য কিছু নয়, কেন না যাঁ'রা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁরা কখনও অন্যকে ক্লেশ প্রদান করে না।

সেই ব্যাধ-দম্পতি শ্রীগুরুপাদপদ্মে এসে প্রণত হ'লেন, এবং শ্রীগুরুর চরণোদক পান ও হরিনাম করতে কর্‌তে প্রেমে পরিপ্লুত হয়ে পড়লেন, এই ঘটনা দেখে পর্ব্বতমুনি বিস্মিত হলেন এবং নারদকে বল্লেন—

"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে॥"

অহো! দেবর্ষে, আপনিই ধন্য, আপনার কৃপায় অত্যন্ত নীচ ব্যাধও শ্রীকৃষ্ণে রতিবিশিষ্ট হয়ে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্যদাসানুদাস প্রেমিকগণে অহিংসাধর্ম্ম অনুস্যূত

সজ্জনমণ্ডলি! এই ব্যাধের দৃষ্টান্ত হতে আমরা কি শিক্ষা পাই? ভগবদ্ভক্তে —কৃষ্ণের প্রতি প্রেমিক পুরুষে শাক্যসিংহের প্রচারিত 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' আনুষঙ্গিকভাবে অতি প্রাথমিক পর্য্যায়েই দৃষ্ট হয়। সেইজন্যই বলেছিলাম যে, শাক্যসিংহ প্রভৃতিও পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই ন্যূনাধিক আংশিকভাবে প্রচার করেছেন।

অদ্বৈতমোহন শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদিও শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই ব্যতিরেকভাবে পুষ্টিকারক

আচার্য্য শঙ্করও সেই পরমগুহ্য প্রেমসম্পুটকে সংগোপন করবার জন্য বঞ্চনামূলক মায়াবাদ প্রচার করেছেন। অধিক কি, ভারতের সেই চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের ইয়াংচু, রোমের রুক্রিসিয়াম্, গ্রীকদেশের লুসিপস্ পর্য্যন্ত ব্যতিরেকভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই পুষ্টিবিধান করেছেন।

প্রেমের আধারে পরিপন্থী ভাবগুলিরও অপূর্ব্ব সমন্বয় ও পুষ্টিকারকতা

অপ্রেমের রাজ্যে বিরোধী বা পরিপন্থী ভাবগুলি প্রেমের আরও পোষকতা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। কৃষ্ণ-লীলায় কংস, জরাসন্ধ, অভিমন্যু প্রভৃতি—চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমকে ব্যতিরেকভাবে উজ্জ্বলরূপেই প্রকাশ করেছে; এমন কি, গোলোকে কংস, অভিমন্যু প্রভৃতির বাস্তবসত্তা না থাকলেও তত্তদ্ভাবগুলি নিত্য প্রকাশিত থেকে কৃষ্ণপ্রেমের ঔজ্জ্বল্য বিধান করছে। কিন্তু তদ্দ্বারা আবার এই বুঝ্‌তে হবে না যে, সেখানে চিজ্জড়-সমন্বয়ের অবকাশ আছে। যে-বিরহ অপ্রেমের রাজ্যে মহা যন্ত্রণাদায়ক, সেই বিরহই অপ্রাকৃত মূর্ত্তিতে অপ্রাকৃত প্রেমের রাজ্যে প্রেমের নবনবায়মান পুষ্টিকারক; এজন্য সেই অপ্রাকৃত প্রেমের বর্ণনা ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—

'বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁ'র মনে, তাঁ'র বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২য় পঃ)

পঞ্চম তরঙ্গ

আত্মসুখ-দুঃখ বিচার প্রেমের বিরোধী;
প্রেম—কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর

প্রেমের স্বভাবই এই যে,—তা' নিজের দুঃখকে দুঃখ ব'লে গণনা করে না—নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, নিজের ধর্ম্ম, নিজের অর্থ, নিজের কাম-পরিতৃপ্তি, নিজের ত্রিতাপ হ'তে মুক্তি, এক কথায়, নিজের ঘরে তথাকথিত যত কিছু জমার কথা, সমস্তই প্রেমের বিরোধী। যেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের কথা, সেখানে প্রেমাভাব। প্রেমে নিজসুখ-তাৎপর্য্য-পরতা নাই, আছে—কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপরতা; মহিমাজ্ঞান নাই, আছে—ব্যক্তিত্বের স্বতঃসিদ্ধ সহজ আকর্ষণ। কৃষ্ণের প্রতি কার্ষ্ণের এবং কার্ষ্ণের প্রতি কৃষ্ণের সুখপ্রদানেচ্ছাই প্রেম। 'প্রেম' জিনিষটী স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বস্বতন্ত্র। প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়, আবার কৃষ্ণের ভক্তকেও নাচায়। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সুখ প্রদান করে।

মানুষের বুদ্ধির দৌড় ও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গৃহস্থালী

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধির দৌড়। মানুষ ভোগের কথা বোঝে, আর ভোগের আপাত-প্রতিযোগী ত্যাগের কথা বোঝে; হয় গৃহাসক্ত হও, না হয় সন্ন্যাসী হও—এই দু'দিকের দু'টি মোটা কথাই মানুষ বোঝে, বোকা লোকও এসকল কথা বোঝে; কিন্তু **অপ্রাকৃত রাজ্যের গৃহস্থালী—অপ্রাকৃত গৃহব্রতের** কথা লোকের মাথায় প্রবেশ করে না। কৃষ্ণের মতো এত বড় আসক্ত গৃহব্রত আর কেহ নাই। দ্বারকাতেও কৃষ্ণের গৃহস্থালী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি; একমাত্র ব্রজবনিতাগণই কৃষ্ণের গৃহস্থালীর সার্থকতা সম্পাদন করতে পেরেছিলেন; তাই তাঁ'রা স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলেছিলেন,—

''আহুশ্চ ত নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥''

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

গোপীগণ বল্লেন—হে পদ্মনাভ! অশেষ জ্ঞানী ও বিষয় হ'তে নিবৃত্ত যোগীশ্বরগণ হৃদয়ে সর্ব্বদা তোমার ধ্যান করেন; সংসারকূপে পতিতগণের আশ্রয়-স্বরূপ যে তোমার পাদপদ্ম, তা' তোমার গৃহসেবিনী এই আমাদের হৃদয়ে উদিত হোক। বিষয়-নিবৃত্ত ত্যাগিগণের মধ্যে প্রেমের অভাব ব'লে তারা দূর হতে তোমার ধ্যানমাত্র করে; অপরদিকে ভোগী বিষয়িগণ তোমাকে ভুলে ভোগান্ধকূপে পতিত হয়ে থাকে। আমরা যোগীর মত তোমাকে দূর হতে ধ্যান করতেও চাই না, বা ভোগীর মত তোমাকে ভুলে থাক্‌বারও সামর্থ্য আমাদের নাই; তুমি আমাদের নিকট এত সহজ, এত নিকট, এত আপনার যে, তোমার গৃহসেবিনী এই আমাদের শত চেষ্টা করেও তোমা হ'তে অন্যত্র মন ফিরাবার উপায় নাই।

''তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরমসুখ''

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি—প্রেমের স্বভাবই এই যে,—প্রেম নিজের কোন সুখ সন্ধান করে না। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবার্ষভানবীর প্রেম-বিভাবিত হয়ে বলছেন,—

''আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥''

''না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তা'র সুখ,
তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁ'র হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।

স্তম্ভিলা সূর্য্যের গতি, জীয়াইলা মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥”

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ)

কুষ্ঠী-বিপ্রের উপাখ্যান

কোন এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণের এক পতিব্রতা পত্নী ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ঐরূপ কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হলেও পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ সে অত্যন্ত কামাসক্ত ছিল। একদিন সে নিজ পত্নীর নিকট কোন বারবনিতার গৃহে গমনের জন্য অভিলাষ প্রকাশ করল। একদিকে কঠিন রোগের দরুণ ওই ব্রাহ্মণ-ব্রুবের নিজের পায়ে হাঁট্‌বার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না, অপরদিকে ঐরকম কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত পুরুষকে কোন্ বারবণিতাই বা অভিলাষ করতে পারে? কিন্তু পতিব্রতার স্বামীর ইচ্ছাপূরণ করতেই হবে। পতিব্রতা একটি উপায় আবিষ্কার করলেন,—স্বামীর অভিলষিত বারবণিতার গৃহে বিনা বেতনে বহুদিন দাসীর কার্য্য ক'রে বেশ্যাকে সন্তুষ্ট করলেন এবং সময় বুঝে একদিন তাঁর পতির অভিলাষ ঐ বারবনিতার কাছে এমনভাবে জ্ঞাপন করলেন যে, ঐ বেশ্যা কিছুতেই এই পতিব্রতার অনুরোধ অস্বীকার করতে পারল না। পতিব্রতা স্বামীকে স্কন্ধে ক'রে সেই বেশ্যার গৃহে নিয়ে গেলেন। এদিকে পত্নীর এরূপ অদ্ভুত স্বামিসেবা-প্রবৃত্তি দেখে ঐ কুষ্ঠরোগীর হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হলো। সে বারবনিতার গৃহে উপনীত হবার পূর্ব্বেই সেস্থান হতে ফিরে আসতে চাইলো। পতিব্রতা স্বামীর ইচ্ছানুসারে যখন স্বামীকে স্কন্ধে করে বনপথে রাত্রিকালে নিজ গৃহাভিমুখে ফিরছিলেন, তখন পথে ‘মাণ্ডব্য’ নামক এক ঋষি ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, দৈবক্রমে হঠাৎ অজ্ঞাতসারে সেই ঋষির গায়ে ঐ বিপ্রবন্ধুর পা লেগে যাওয়ায় ঋষির ধ্যান ভেঙ্গে গেল; ঋষি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বিপ্রবন্ধুকে অভিশাপ প্রদান করে বল্লেন, সূর্য্যোদয়ের পরেই তার প্রাণ বিয়োগ হবে। পতিব্রতা স্ত্রী ঋষির এই বাক্য শুনে দুঃখিত হলেন এবং সূর্য্যোদয় বন্ধ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। পতিব্রতার অদ্ভুত চেষ্টা দেখে ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতা পতিব্রতার নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পতিকে নবজীবন প্রদান করলেন। এই দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হয়েছে—নিজ স্বার্থবর্জ্জিত হয়ে পাতিব্রত্যের আদর্শ অর্থাৎ কেবলমাত্র সেব্যের সুখ-চেষ্টার আদর্শটী কিপ্রকার।

প্রেমের স্বভাবই এই যে,—প্রেম নিজের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মুক্তি চায় না,—এ'সম্বন্ধে আমরা আপনাদের কাছে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করছি,—

শৈলপূর্ণ ও গোবিন্দের সেবা

আপনারা সকলেই শ্রীরামানুজাচার্য্যের নাম শুনেছেন। এক সময়ে তিনি শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁ'র আশ্রমে একমাসকাল বাস করেছিলেন। এই সময় ‘গোবিন্দ’ নামে একজন খুব বিশ্রম্ভ সেবক ও শিষ্য শৈলপূর্ণের সেবা করতেন। একদিন রামানুজ দেখ্‌তে পেলেন যে, গোবিন্দ শৈলপূর্ণের শয্যা প্রস্তুত ক'রে তার উপরে শুয়ে রয়েছেন। তা দেখে শ্রীরামানুজ গোবিন্দের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং শিষ্য-নামধারীর ওরকম ধৃষ্টতা ও অপরাধের কথা শ্রীশৈলপূর্ণের কাছে জানালেন। শৈলপূর্ণ গোবিন্দের প্রীতিময়ী সেবার কথা জানতেন, তথাপি তিনি রামানুজের কাছে গোবিন্দের প্রকৃত অন্তর প্রকাশিত করবার জন্য গোবিন্দকে ডাক্ দিয়ে বল্লেন,—‘গোবিন্দ, তুমি নাকি আমার বিছানার উপর শুয়ে থাকো?’ গোবিন্দ বিনীত-ভাবে বললেন,—‘প্রভো! আমি প্রত্যহই আপনার শয্যা প্রস্তুত করবার পর তার উপর কিছুক্ষণ শয়ন করি।’ শৈলপূর্ণ বল্লেন—‘তুমি কি জান না, গুরুশয্যা-শায়ীর নরক অবশ্যম্ভাবী?’ গোবিন্দ বললেন,—‘প্রভো, তা আমি আপনার উপদেশ হতে জেনেও প্রত্যহই আমি আপনার শয্যায় শয়ন করি; কারণ আমার নরক হয় হোক, তাতে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার জন্য যে-শয্যা প্রস্তুত করি, সেই শয্যা সর্ব্বতোভাবে সুকোমল হলো কিনা —আপনার সুখ-শয়নের কোনপ্রকার বিঘ্নকারক হলো কিনা—তা' জান্‌বার

জন্য আমি প্রত্যহ শয্যা রচনা কর্‌বার পর তাতে একটু শয়ন ক'রে দেখি; আমার নরক হয়েও যদি আপনার সুখ হয়, আমার তাই কাম্য।" সম্ভ্রম-বিচারে শ্রীরামানুজ যা ভেবেছিলেন, গোবিন্দের অন্তর্নিহিত অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তি শুনে আচার্য্য স্তম্ভিত হলেন।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের "সেবা সে নিয়ম"

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক অন্য এক গোবিন্দেও প্রেমময় সেবার আদর্শ দেখ্‌তে পাই। একদিন মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মহা-নৃত্যকীর্ত্তন ক'রে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন গম্ভীরার সমস্ত দ্বারটী জুড়ে শয়ন ক'রে রইলেন। গোবিন্দের ইচ্ছা হল,—এই সময় মহাপ্রভুর কিছু পাদ-সম্বাহন, কটি-মর্দ্দনাদি করে প্রভুর সুখ বিধান করেন। গম্ভীরার অভ্যন্তরে না গেলে প্রভুর সেবা হয় না দেখে গোবিন্দ প্রভুকে বল্লেন, —'প্রভো, আমাকে ভিতরে যাবার একটু স্থান দিন।' প্রভু বল্লেন,—'আমার নড়্‌বার শক্তি নেই।' গোবিন্দ বল্লেন,—'আমি একটু কটিমর্দ্দন ক'রে দেব।' মহাপ্রভু বললেন,—'তুমি কিছু কর আর নাই কর, আমি কিছুতেই সর্‌তে পারব না।' অগত্যা গোবিন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপরে একখানা বহির্ব্বাস স্থাপন ক'রে প্রভুকে উল্লঙ্ঘন ক'রেই গম্ভীরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোবিন্দের সেবায় প্রভুর সুখনিদ্রা হল। প্রায় একঘণ্টা পরে প্রভু জাগ্রত হয়ে দেখলেন, গোবিন্দ তখনও সেই স্থানে বসে রয়েছেন; প্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—'গোবিন্দ, তুমি এখন পর্য্যন্ত প্রসাদ গ্রহণ করতে যাও নি কেন?' গোবিন্দ বল্লেন,—'প্রভো, আমি আপনাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে কি ক'রে যাব?' তখন মহাপ্রভু বল্লেন, —'ঘরে প্রবেশ করবার সময় আমাকে কিপ্রকারে উল্লঙ্ঘন ক'রে এসেছিলে? যেমনভাবে এসেছিলে, তেমনভাবেই গেলে ত' পার্‌তে?' তখন গোবিন্দ নিরুত্তর হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন,—

গোবিন্দ কহেন,—"আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন॥

সেবা লাগি' কোটী অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥"

সজ্জনমণ্ডলি! প্রেমের স্বভাব দেখ্‌লেন?—প্রেমের রীতি বুঝ্‌লেন? এখানে কোন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামীর চিত্তবৃত্তি নাই—প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন-ভাবে নিজের কোন সুখবাঞ্ছা নাই—আছে কেবল সেব্যের সুখের জন্য সর্ব্বাত্মসমর্পণ।

সেবা ও সম্ভোগবাদের দৃষ্টান্ত ও পার্থক্য-প্রদর্শন

আপনাদিগের নিকট আর একটি ঘটনা ব'লে প্রেম ও সম্ভোগবাদের আদর্শের মধ্যে কতটা তফাৎ, তা' দেখাবার যত্ন করছি। এই ঘটনাটিও আচার্য্য রামানুজের চরিত্রের একটি ঘটনা। একদিন আচার্য্য রামানুজ তাঁ'র শিষ্যদিগকে সঙ্গে ক'রে তিরুপতি বা শ্রীশৈলতীর্থে গমন কর্‌ছিলেন। একদিন একরাত্রি হাঁট্‌বার পর তাঁ'রা দ্বিতীয়দিনে 'অষ্টসহস্র' নামক এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্য বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন খুব ধনাঢ্য, আর একজন অত্যন্ত দরিদ্র। ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম—যজ্ঞেশ, আর দরিদ্র ব্রাহ্মণটির নাম—বরদাচার্য্য। শ্রীরামানুজ সেই যজ্ঞেশের বাড়ীতে সেইদিন সশিষ্য ভিক্ষা করবেন ব'লে তাঁর দুজন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন। রামানুজের শিষ্য দুটি যজ্ঞেশের কাছে গিয়ে গুরুদেবের আগমন এবং সেইদিন সেখানে সশিষ্য-গুরুদেবের ভিক্ষার সঙ্কল্প জানালেন। যজ্ঞেশ আনন্দে এত উৎফুল্ল হয়ে পড়লেন যে, তিনি গুরুর সেবা ক'রে সুখ্যাতি ও সুখ-অর্জ্জনের জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য-সংগ্রহে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন এবং গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে এতদূর আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেন যে, একঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গেল, তথাপি তাঁর গুরুভ্রাতাদের সংবাদ দিবার জন্য পুনরায় আর বাইরের ঘরে আস্‌বার কথাই তাঁর মনে থাকলো না। এদিকে গৃহের অভ্যন্তর হতে যজ্ঞেশের বাইরে আসতে এত বিলম্ব হচ্ছে দেখে যজ্ঞেশের গুরুভ্রাতা দু'জন অগত্যা যজ্ঞেশের গৃহ পরিত্যাগ করলেন। তাঁরা

শ্রীরামানুজের নিকট একথা জানালে রামানুজ যজ্ঞেশের গৃহ পরিত্যাগ ক'রে দরিদ্র বরদাচার্য্যের গৃহেই স্বয়ং গমন করলেন।

যখন শ্রীরামানুজাচার্য্য বরদাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হলেন, তার অনেক পূর্ব্বেই বরদাচার্য্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গৃহদেবতা নারায়ণের সেবার জন্য ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন। ঘরে তখন একমাত্র বরদাচার্য্যের পত্নী ছিলেন এবং তিনি তখন সবে মাত্র তাঁর স্নান সমাপন করেছেন এবং একখণ্ড ক্ষুদ্র চীরবস্ত্র পরিধান ক'রে তাঁর শতছিদ্র পরিধেয় বস্ত্রখানিকে রৌদ্রে শুকাচ্ছিলেন। গৃহে শ্রীগুরুদেব অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছেন, দূর হতে দেখে বরদাচার্য্যের সহধর্ম্মিনী লক্ষ্মী হাতে তালি দিয়ে নিজ অবস্থার কথা জানালেন। শ্রীরামানুজ তখন দূর হ'তে তাঁর উত্তরীয় বস্ত্রখানা বরদাচার্য্যের পত্নীর নিকট নিক্ষেপ করলে লক্ষ্মী সেই বস্ত্র পরিধান ক'রে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য অবিলম্বে পাদ্যাদি এনে দিলেন। শ্রীগুরুদেবকে বল্লেন,—'প্রভো, আপনি সশিষ্য স্নানাদি সমাপন ক'রে এখানে কৃপাপূর্ব্বক ভিক্ষা করুন।'

এদিকে কিন্তু ঘরে একটি তণ্ডুলকণাও নাই, অন্য কোন দ্রব্য ত' নাই-ই। বরদাচার্য্য ভিক্ষা ক'রে ফিরলে সেই তণ্ডুল পাক হবে, তারপরে নারায়ণের ভোগ হবে; কিন্তু দু'প্রহর উপস্থিত, সশিষ্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করতেই হবে; কিন্তু কোথায় দ্রব্যবস্তু পাওয়া যায়—এই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ লক্ষ্মীর হৃদয়ে একটা কথা স্মরণ হলো।

সেই গ্রামে একজন খুব ধনী শেঠ বাস করতেন। সেই শেঠ অনেকবার লক্ষ্মীকে তাঁর গৃহরাণী করবার জন্য নানাপ্রকারে প্রলোভন, ভয়-প্রদর্শন—কত কি চেষ্টা করেও নিরাশ হয়েছিলেন। পতিব্রতা লক্ষ্মী এবং স্বধর্ম্মপর বরদাচার্য্য কিছুতেই শেঠের কুপ্রস্তাবে সম্মত হয়ে নিজ নিজ সুখের জন্য অর্থ বা ভোগাদি গ্রহণ করেন নাই। আজ লক্ষ্মী বিচার করলেন—'যদি আমি গুরুসেবার জন্য এই রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-পূয়-পরিপূর্ণ ঘৃণ্য দেহকে

বিক্রয় ক'রে গুরুসেবা করতে পারি, তাতে আপত্তি কি? কলিঘ্ন নামক কোন এক চোর চৌর্য্যবৃত্তি করেও ত' হরির সেবা করেছিলেন, তা'তে হরি সন্তুষ্টই হয়েছিলেন।' এই বিচার ক'রে লক্ষ্মী আজ সেই শেঠের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন এবং শেঠকে বল্লেন যে, যদি তিনি লক্ষ্মীর গুরুসেবার জন্য এখনই কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার প্রদান করেন, তাহলে আজই রাত্রিকালে তিনি শেঠের নিকট দেহ সমর্পণ করবেন। শেঠ অকস্মাৎ লক্ষ্মীর মুখে এরকম কথা শুনে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। যাকে এত সাধ্য-সাধনা ক'রেও শেঠ বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি, সে কিনা আজ স্বয়ং উপযাচিকা হয়ে বাড়ীতে এসেই উপস্থিত! শেঠ তখনই তাঁর ভৃত্যগণকে শতশত-ভারে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার বরদাচার্য্যের গৃহে প্রেরণ কর্‌বার জন্য আদেশ দিলেন।

লক্ষ্মী সেইসকল দ্রব্যসম্ভার দ্বারা পাকাদি কার্য্য আরম্ভ করছেন, এমন সময় বরদাচার্য্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গৃহে ফিরলেন এবং অকস্মাৎ শ্রীগুরুদেবকে দেখ্‌তে পেয়ে সাষ্টাঙ্গে পতিত হলেন। বরদাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের নৈবেদ্য প্রস্তুত করবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অভ্যন্তরে লক্ষ্মীর নিকট ভিক্ষাঝুলি নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌তে পেলেন যে, লক্ষ্মীদেবী বহু উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার তাঁর চারিদিকে নিয়ে ভগবানের নৈবেদ্য পাক করছেন।

বরদাচার্য্য দরিদ্রের গৃহে ঐরকম বহুমূল্য দ্রব্য-সম্ভারের অকস্মাৎ আগমনের কারণ নির্ণয় করতে না পেরে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন লক্ষ্মী বরদাচার্য্যের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। ভোগিপুরুষের নিজ-স্ত্রীকে অপর ভোগীর ভোগের উপকরণরূপে পরিণত হতে দেখলে যেরকম দুঃসহ ক্লেশের উদয় হয়, এখানে গুরুসেবক বরদাচার্য্যের সেরকম কোন ভাবেরই উদয় হল না। বরং লক্ষ্মী পতির অনুমতি ব্যতীতই আত্মদেহ বিক্রয় ক'রে গুরুসেবার জন্য লালায়িত হয়েছেন দেখে বরদাচার্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করতে করতে

বল্লেন—'অহো! আমি আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম; তোমার ন্যায় গুরুসেবৈক-ব্রতা পত্নী লাভ ক'রে আমারও আজ চিত্ত শুদ্ধ হলো—আমিও আজ শ্রীগুরুসেবার সৌভাগ্য লাভ করলাম।'

এদিকে লক্ষ্মী অল্প সময়ের মধ্যেই নৈবেদ্য প্রস্তুত ক'রে শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত করলেন। আচার্য্যের প্রসাদ-প্রাপ্তির পর সকলেই তাঁ'র উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করলেন। প্রতিশ্রুতি-অনুসারে লক্ষ্মী সন্ধ্যার পরই শেঠের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন; কিন্তু লক্ষ্মী সঙ্গে নিলেন কিছু গুরুদেবের অবশেষ। লক্ষ্মীর অনুরোধে সেই শেঠ আচার্য্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করলে শেঠের মনের গতি অন্যরূপ হলো।

তিনি বলতে লাগলেন,—'অহো! আমার আজ কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, আপনি শ্রীনারায়ণের দাসী ও নিত্যসেবিকা, আমি সেই নারায়ণের ভোগ্যবস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি করেছিলাম! ধিক্ ধিক্, আমার জীবনে শত ধিক্! নিষাদ যেমন দময়ন্তীকে স্পর্শ করতে গিয়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, আমার অদৃষ্টেও আজ তাই ছিল। আপনি আমাকে আজ সেই বিপদ হতে রক্ষা করলেন।'

লক্ষ্মী তখন সেই শেঠকে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—'এতে আমার কিছু মহিমা নেই, সকলই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা, আপনি আজ আচার্য্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ক'রে আমার নমস্য হয়েছেন, আচার্য্যের উচ্ছিষ্ট-গ্রহণেই আপনার সদ্বুদ্ধির উদয় হয়েছে।'

শেঠ তখন বললেন,—'আমাকে আপনার আচার্য্যের পাদপদ্ম-দর্শন ও তাঁর কৃপা প্রদান করিয়ে কৃতার্থ করুন।' লক্ষ্মীর কৃপায় শেঠ অচিরেই শ্রীরামানুজাচার্য্যের কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হলেন। সেই শেঠ বরদাচার্য্যের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য তাঁকে বহু অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক হলে বরদাচার্য্য বল্লেন—'আমার অর্থের কোনই প্রয়োজন নাই, আপনার এই অর্থ-দ্বারা আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করুন—তাঁ'র হরিকথা-প্রচারের আনুকূল্য করুন।'

যেখানে সেবা অপেক্ষা নিজসুখ বা আনন্দৈষণা প্রবল, সেখানেই সম্ভোগবাদ

সজ্জনমণ্ডলি! আপনারা এই ঘটনাটি হতে বিশ্রম্ভসেবা ও সম্ভোগবাদ—এই দু'টির পরিস্ফুট চিত্র দেখতে পাবেন। যজ্ঞেশের আচরণে সম্ভোগের চিত্র ফুটে উঠেছে, আর লক্ষ্মী ও বরদাচার্য্যের আদর্শে প্রকৃত সেবার দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়েছে। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের সেবার আয়োজন করতে গিয়ে আনন্দে এত মত্ত হয়ে পড়লেন যে, তাতে গুরুসেবায় বিঘ্ন উপস্থিত হল। এটী বিশ্রম্ভ সেবার লক্ষণ নয়। যেখানে সেবাকালে সেব্যের ইন্দ্রিয়প্রীতি অপেক্ষা নিজের ইন্দ্রিয়প্রীতি প্রবল হয়ে সেবার বিঘ্নকারক হয়, সেখানে তা' 'সম্ভোগ'—'সেবা' নয়; তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু বলেছেন,—

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০১)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দারুকের চামর-ব্যজনের দৃষ্টান্ত

একসময় দারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর-ব্যজন করছিলেন। ব্যজন-সেবা কর্‌তে কর্‌তে দারুকের এতদূর প্রেমানন্দ হল যে, তাতে প্রেমানন্দ-জনিত জড়তা এসে উপস্থিত হল, অম্‌নি নিমেষকাল ব্যজনটী স্তব্ধ হয়ে পড়লো। দারুক তা' বুঝতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ধিক্কার করতে লাগ্‌লেন—'অহো! আমার এই জড়তা কৃষ্ণসেবার বিঘ্নকারক হল, ধিক্ আমাকে শত ধিক্!'

"অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২।২৪ শ্লোক)

আনন্দাশ্রু কৃষ্ণসেবার বাধক হ'লে তাহাও অবাঞ্ছনীয়

একসময় এক পদ্মলোচনী কৃষ্ণভামিনী যখন কৃষ্ণ-দর্শন করছিলেন,

তখন প্রেমানন্দে নেত্র হতে আনন্দাশ্রু নির্গত হচ্ছে, দেখে ভামিনী নিজ-আনন্দকে ধিক্কার কর্‌তে লাগ্‌লেন,—

গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেঽপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥

(ভঃ রঃ সিঃ দিঃ বিঃ ৩।৩২ শ্লোক)

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন কাম্য বা সম্ভোগবাদ নহে

গোপী-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তা' অপেক্ষা কৃষ্ণ-দর্শনে গোপীর কোটীগুণ সুখ হয়ে থাকে। 'কৃষ্ণ আমাদিগকে দেখে সুখী হচ্ছেন',—এই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যমাত্র বিচারেই গোপী আনন্দ লাভ করেন,—

''গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটী গুণ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তা' সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥

এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে, যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে॥''

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

নিরুপাধিক প্রেমের রীতি

নিরুপাধিক প্রেমের এটীই রীতি যে, সেব্য-'বিষয়ে'র প্রীতিতেই সেবক-'আশ্রয়ে'র প্রীতি,—

''প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥''

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে যজ্ঞেশের আদর্শে নিজ প্রীতি এবং লক্ষ্মী বা বরদাচার্য্যের আদর্শে ভগবৎপাদ শ্রীগুরুদেবের প্রীতি পরিস্ফুট হয়েছে।

বরদাচার্য্য-পত্নীর গুরুসেবা ও গোপীগণের কৃষ্ণসেবার পরস্পর তুলনা

এই উদাহরণে বিশ্রম্ভসেবার আদর্শ থাক্‌লেও ইহা ঐশ্বর্য্যগন্ধময়। গুরুবুদ্ধিতে বা ঈশ্বরতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে যেখানে সেবার পরিচয়, সেই সেবা প্রকৃত 'প্রেম'পদ-বাচ্য হতে পারে না। 'গুরু' বা শ্রেষ্ঠ বিচারে যে-সেবা, তা শ্রেষ্ঠ নয়; প্রেমে সেবকের সেব্যের সহিত সমান ও তা হতে আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান, যেমন—সুবল, শ্রীদামাদি বিশ্রম্ভ সখাগণের, নন্দযশোদাদি গুরুবর্গের এবং পারকীয় ব্রজবধূগণের।

''আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন॥

সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হ'তে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ-বিধি অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যা'তে মোর চমৎকার॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

কিছু পূর্ব্বেই যে শ্রীশৈলপূর্ণ-ভৃত্য গোবিন্দ ও শ্রীরামানুজ-শিষ্যা লক্ষ্মীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তা'তে গুরুবুদ্ধি প্রচুর। সুতরাং তাতে স্বাভাবিকী পূর্ণতমা প্রীতির শৈথিল্য ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ব্রজের প্রেমবার্ত্তায় সেরকম গৌরব-বুদ্ধি নাই। প্রেমাস্পদ অপেক্ষা সেখানে প্রেমিকের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠজ্ঞান বা সমান-জ্ঞান প্রেমসেবাকে সান্দ্র ও মধুময় ক'রে রেখেছে। পরব্রহ্মের প্রতি যে বেদস্তুতি, তা' ত' গৌরব-ভাবময়—সেখানে পরব্রহ্ম খুব বড় বস্তু, আর স্তবকারী খুব ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই পরব্রহ্মকে যেখানে অপ্রাকৃত প্রেমবিগ্রহ ব্রজবনিতাগণ ভর্ৎসনা কর্‌ছেন, সেখানে ঐরকম সম্ভ্রমবুদ্ধি বা বৈধবিচার নাই এবং দ্বারকা-মহিষীগণের সম্ভ্রম-জ্ঞানটুকু পর্য্যন্তও নাই; পরব্রহ্ম সেখানে ব্রজললনাগণের ভর্ৎসনার পাত্র হয়েছেন, সেই ভর্ৎসনা বেদস্তুতি হতে পরব্রহ্মের অধিকতর কর্ণ-মন-তৃপ্তিকারী, কেন না, সে-সকল ভর্ৎসনা কৃষ্ণসুখাসক্তিময়—অত্যন্ত কৃষ্ণ-সেবা-দরদী ও কৃষ্ণাসক্ত গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-জ্ঞাপক।

যাঁ'রা ভগবান্‌কে—নারায়ণকে খুব আদরের সহিত সেবা করেন, তাঁদের চিত্তবৃত্তিতে ঐশ্বর্য্যভাবই প্রবল। যেহেতু নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আছে,

নারায়ণের চারটি হাত আছে, নারায়ণের মহাবৈকুণ্ঠ আছে, নারায়ণের অসংখ্য চতুর্ভুজ পার্ষদ আছেন, অসংখ্য লক্ষ্মী বিরাজিত রয়েছেন, নানাপ্রকার হস্তী, অশ্ব, রথ ও অসংখ্য ঐশ্বর্য্য আছে, সেজন্যই তাঁরা নারায়ণকে অতি সম্ভ্রমের সহিত ভজনা করেন। যদি নারায়ণ হতে ঐশ্বর্য্যকে পৃথক্ করে নেওয়া যায়, তা'হলে আর তাঁদের সেবাবুদ্ধি থাকে না। আমি যদি কোন ধনীকে উপাসনা করি, এবং সেই ধনী নিঃস্ব হয়ে গেলে আর তাঁর ভজনা না করি, তা হলে জান্‌তে হবে আমি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাঁর ধনের—ঐশ্বর্য্যেরই উপাসনা করেছি।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন গোপীপ্রেমে কৃষ্ণের নিজত্বের সেবা

শ্রীচৈতন্যের প্রেম—যা' গোপীগণের প্রেমের আদর্শ, তাতে ব্যক্তিত্বের উপাসনাই প্রবল। কৃষ্ণের যা সহজরূপ, কৃষ্ণের যা ব্যক্তিত্ব, নিজত্ব, সেরূপ কৃষ্ণকেই তাঁরা অতি প্রীতিভরে তাঁরই সুখ-তাৎপর্য্যে সেবা করেন।

বিষ্ণু-উপাসকগণের পূজা আংশিক এবং ব্রজগোপীগণের সেবা সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ

যাঁরা ঐশ্বর্য্যের বা শ্রীনারায়ণের সেবক, তাঁদের সেবা বা পূজা-প্রণালী কেবল অঙ্গের উন্নতাংশ দিয়ে সাধিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য যে সেবা-প্রণালীর কথা বলেছেন, তাতে নাভির উপরিভাগ হতে মস্তক পর্য্যন্ত যাকে আমরা জাগতিক বিচারে 'উন্নতাঙ্গ' বলি, তা' দিয়েই সাধিত হ'তে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে সেবার কথা বলেছেন, তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, কেবল উন্নতাঙ্গ ভগবানের প্রয়োজনে নিযুক্ত রেখে নিম্নাঙ্গ নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করলে সেবা সর্ব্বাঙ্গীন হলো না, —বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত, বিভক্ত ও মিশ্রিত হয়ে গেল। পুর্ণ সেব্যবস্তুকে ষোল আনা সেবা দিতে হবে। খানিকটা নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যে রেখে খানিকটা তাঁকে দেব—এরকম বুদ্ধি হলে সব দেওয়া হলো না—ষোল আনা দেওয়া হলো না; কেবল মাথা দিয়ে আমার সেব্যের সেবা করতে পারব, পা দিয়ে তাঁর সেবা করতে পারব না—এরকম ধরণের বিচার আংশিক বা একদেশিক বিচার। অর্জ্জুন মাথা দিয়ে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয়ে যতটা সেবা করতে পারেন নি, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সখা শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি পা দিয়ে কৃষ্ণের কাঁধের উপর চড়ে অর্জ্জুন অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সেবা করেছেন। ব্রজগোপীদের সেবা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে চিন্ময়ী সেবা। একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন—একমাত্র পরমপুরুষ

স্বরাট্ কৃষ্ণের কাছে তাঁরা সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত করেছিলেন, কোন অঙ্গকে অবগুণ্ঠিত ক'রে রাখেন নাই—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁদের সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবিলাসের সদন; তাঁরা কৃষ্ণকাম-যান। তাঁদের সর্ব্ব অপ্রাকৃত চিদঙ্গ-দ্বারা তাঁরা পূর্ণতম-চেতন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গীনী সেবা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রেমের কথা বলেছেন।

অপ্রাকৃত কামই গোপীপ্রেম

গোপীদের যে প্রেম, সেইটীই 'অপ্রাকৃত কাম' নামে অভিহিত হয়। উদ্ধবাদি পর্য্যন্ত তা' বাঞ্ছা করে থাকেন,—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪৩)

সুপ্রসিদ্ধা 'কাম'রূপা ভক্তি কেবল ব্রজদেবীতেই বিরাজমানা। এঁদের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হয়ে সম্ভোগ-তৃষ্ণাময়ী ক্রীড়ার কারণ হয় ব'লে পণ্ডিতেরা ঐ প্রেমবিশেষকে 'কাম'-শব্দে অভিহিত ক'রে থাকেন। যে ভক্তি সম্ভোগ-তৃষ্ণাকেও প্রেমময়রূপে পরিণত করে, সেইটীই 'কাম'রূপা ভক্তি। এই 'কাম'রূপা ভক্তিতে কিছুমাত্র নিজসুখানুসন্ধান নাই, তাতে কেবল কৃষ্ণসুখের জন্যই উদ্যম দেখ্‌তে পাওয়া যায় ব'লে ওই 'কাম'ই 'প্রেম'-শব্দবাচ্য।

ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্।
তত্তৎক্রীড়া-নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪২)

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪১)

কুব্জার কামপ্রায়া রতি

ব্রজবনিতাগণের মতো বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব-হেতু কুব্জাতে যে রতি দেখা যায়, তা' 'কামপ্রায়' মাত্র। কুব্জার রতি কেবল আত্মসম্ভোগের জন্য, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যের জন্য নয়। কেবল ওর সামান্য মূল্য এই যে, ওটী যে-কোন প্রকারে হউক, কৃষ্ণের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়েছে, নতুবা ওটী প্রাকৃত কামেরই তুল্য হয়ে যেতো। এজন্যে ওকে 'কামপ্রায়া' বলা হয়েছে। যেমন, আমরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা-কালে 'বৈষ্ণবপ্রায়' ও 'ভক্তপ্রায়' প্রভৃতি কথা শুন্‌তে পাই, তদ্রূপ। 'কামপ্রায়া রতি' কখনও বিশুদ্ধ ভক্তগণের আদরণীয়া নয়।

"কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪৫)

সপ্তম তরঙ্গ

অপ্রাকৃত ভাবের স্বরূপ

প্রেমের প্রথমাবস্থাই 'ভাব', এ'জন্য ভাবকে 'প্রেমসূর্য্যের কিরণ-তুল্য' বলা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব-রূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। 'ভাব' বল্‌তে আমরা যেমন মনের বিকার বা মনোধর্ম্মকে বুঝে থাকি, তা'কে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ভাব' বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বপ্রকাশক সম্বিদাখ্য স্বরূপশক্তি বৃত্তিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, তা নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপরূপে ভাবে বিরাজমান।

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।৩)

অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। তা' প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ। কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ, কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারের আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্দ্য-ভাবাভিলাষের দ্বারা চিত্তের যে আর্দ্রতা বিধান হয়, সেটীই প্রেমের অঙ্কুর-স্বরূপ ভাব; আর,—

প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপলক্ষণ

সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১)

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ ক'রে অত্যন্ত মমতা-দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাঁকে পণ্ডিতগণ 'প্রেম' বলে থাকেন। সান্দ্রাত্মত্বই প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ, অন্য দু'টী তটস্থ-লক্ষণ।

বিষয়ভোগ বা ত্যাগেচ্ছার আভাসেও ভাবোদয় অসম্ভব

যাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের কোনপ্রকার বিষয়ভোগ বা বিষয়ত্যাগে আসক্তি থাক্‌বে, আবার কতকগুলো আনুকরণিক বাহ্য ভাববিকারের মুদ্রা

দেখিয়ে তাঁরা 'প্রেমিক' বলেও পরিচিত হবেন বা ওরকম কপটতাকেই 'প্রেম' বল্‌বেন, তাঁরা কখনও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের—বাস্তব প্রেমের সন্ধান পান নি বা ওরকম বিচারে আবদ্ধ থাকলে অনন্তকালেও পাবেন না।

ভক্তির যথার্থ স্বরূপ কি?

শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু এজন্যে পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধার ক'রে বলছেন,—যখন কৃষ্ণই একমাত্র মমতার পাত্র, আর মমতার পাত্র কেউই নেই,—এরকম স্বাভাবিকী আসক্তির উদয় হয়, তাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি ভক্তগণ 'ভক্তি' বলেছেন—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।২)

ভাব-জাত ও প্রসাদ-জাত প্রেম

এই প্রেম 'ভাব-জাত' এবং ভগবানের 'অতি প্রসাদ-জাত' (কৃপা-জাত)—ভেদে দুই প্রকার। অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের নিরন্তর সেবনের দ্বারা 'ভাব' পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হলেই তা'র 'ভাব-জাত প্রেম' নাম হয়। সেই প্রেম আবার 'বৈধী ভক্তি হতে সঞ্জাত' এবং 'রাগানুগভাব হতে উদিত'—এই দুই প্রকার হয়ে থাকে। শ্রীল রূপ-প্রভু বৈধভাব-জাত প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে ভাগবতের এই শ্লোকটী বলেছেন,—

বৈধভাব-জাত প্রেম

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হ্যসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকোবাহ্যঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪০)

কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হয়ে স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে অনুরাগ-বশে বিগলিত-হৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য হয়ে অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হয়ে কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও বা নৃত্য-গীতাদি করেন।

রাগভাব-জাত প্রেম

রাগানুগীয় ভাব-জাত প্রেমের দৃষ্টান্ত এই—

ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্ ব্রহ্মচর্য্যস্থিতা সদা।
তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা॥
শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্মন্বন্তরে স্নিগ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।৪)

[সেই ইন্দুনিভা চারুমুখী ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী হইয়া প্রাকৃত কোন পতির সহিত আর বিবাহ কামনা করেন নাই, উপরন্তু এই মন্বন্তরেই ভগবানের সেই মনোহারিণী মূর্ত্তির ধ্যান ও তাঁহার গাঁথা কীর্ত্তন করিতে করিতে রোমাঞ্চোৎফুল্ল-কলেবরে ভগবানের প্রিয় কথায় প্রেমস্নিগ্ধা হইয়াছিলেন।]

অতিপ্রসাদ-জাত প্রেম

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গদানাদি বিশিষ্টতাই অতিপ্রসাদ-জাত প্রেমের লক্ষণ। গোপীগণ সেইপ্রকার অতিপ্রসাদ-জাত প্রেমের পাত্র—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

(ভাঃ ১১।১২।৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন,—হে উদ্ধব, ব্রজসুন্দরীগণ আমাকে পাওয়ার জন্যে বেদাধ্যয়ন করেন নি, বা বেদ-অধ্যয়নের জন্য মহত্তম ব্যক্তিগণের উপাসনা করেন নি, কোন ব্রতাচরণ করেন নি, কোনপ্রকার তপস্যাও করেন নি, কেবলমাত্র আমার সঙ্গ-দ্বারাই আমাতে উপগত হয়েছেন।

মহিমাজ্ঞানযুক্ত ও কেবল-অতিপ্রসাদ-জাত প্রেম

এই অতিপ্রসাদ-জাত প্রেম দুই প্রকার—মাহাত্ম্যজ্ঞান-যুক্ত প্রেম এবং কেবলপ্রেম। বিধিপথের পথিকগণের মহিমাজ্ঞানযুক্ত প্রেম এবং রাগানুগীয়-গণের কেবলপ্রেম দেখা যায়। বৈধীভক্তির কোন অংশ যুক্ত হলে কেবলপ্রেম উদিত হতে পারে না,—

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধি-বিনির্ম্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।৮)

যাবতীয় অভিসন্ধি হতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত এবং প্রেম-পরিপূরিত শ্রীকৃষ্ণে নিরবচ্ছিন্ন মনোগতিকে 'ভক্তি' বলা যায়। এইপ্রকার কেবলাভক্তিই বিষ্ণুকে বশ করতে সমর্থ।

সাধনভক্তির পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ-চতুষ্টয়; ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির ক্রম

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থা নির্দ্দেশে বলেছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১০)

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯-৩)

সাধনভক্তি যখন রুচিময়ী হয়ে পড়ে, তখন আর তা'তে শাস্ত্র-শাসন বা বৈধভাবের পরাক্রম থাকে না, তখন স্বাভাবিকী আসক্তি এবং আসক্তি হতে নির্ম্মলাত্মায় কৃষ্ণের প্রতি স্থায়িভাবের উদয় হয়। সেই রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হলে 'প্রেম'রূপ প্রয়োজন উদিত হয়ে থাকে। সাধনভক্তি পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রদ্ধা হতে অনর্থ-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত চার-প্রকার এবং উত্তরার্দ্ধে নিষ্ঠা হতে ভাব পর্য্যন্ত চার-প্রকার, ভাবভক্তি বা স্থায়িভাব চার-প্রকার সামগ্রীর সম্মেলনে অপ্রাকৃত রসোদয়ে প্রেমভক্তির উদয় করায়।

ভাবাঙ্কুরের নয় প্রকার লক্ষণ

প্রেমের প্রথমাবস্থায় যে-ভাব, তার অঙ্কুরমাত্র যাঁর হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাঁতে নয়প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধ-অবস্থা, অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বৃথা যাপন না করা, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধহীন অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ মানের হেতু থাক্‌তেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা নিশ্চিত লাভ করব—এ-বিষয়ে দৃঢ় আশা, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণ-বর্ণনে আসক্তি এবং কৃষ্ণ বা অকৃত্রিম কৃষ্ণ-ভক্তের বাসস্থানে নিরন্তর সেবাবুদ্ধিতে বাসের জন্যে প্রীতি।

ভাবাঙ্কুর কখন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়?

এইসকল ভাবাঙ্কুর যখন শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা হয়ে 'ভাব'-রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই প্রেমিক ভক্তের কৃপায় তা আরও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রেম-রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

কৃষ্ণপ্রেমিকের আচরণ

শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমিক বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্তের আচরণ কিরূপ, তা বলছেন,—

যাঁ'র চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁ'র বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা, বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥

(চৈঃ চঃ ম ২৩।৩৫)

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১১)

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাঁর ক্রিয়া ও মুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদেরও পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ে।

মহাভাব

প্রেম আবার গাঢ় হতে গাঢ়তর অবস্থা লাভ ক'রে সর্ব্বশেষে 'মহাভাব'রূপে প্রকাশিত হয়। এই মহাভাব-স্বরূপিণীই—শ্রীবার্ষভানবী।

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর॥
ইঁহা যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৩৮-৪০)

স্থায়িভাব ও সামগ্রীচতুষ্টয়

'রতি' হতে 'মহাভাব' পর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তি-রসের 'স্থায়িভাব'। সেই স্থায়িভাবে 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারটি সামগ্রী মিলিত হলে রসোদয় হয়। এই স্থায়িভাবই—রসের মূল, বিভাব—রসের হেতু, অনুভাব—রসের কার্য্য, সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকল—রসের সহায়।

বিভাব

বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুইভাবে বিভক্ত,—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তি-রসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণসমূহই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী

অনুভাব তের প্রকার—নৃত্য, বিলুণ্ঠন, তনুমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ ইত্যাদি। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য ইত্যাদি।

কৃষ্ণভক্তিরস

এইসব কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৮০-১৮২)

দধি, সিতাপল, কর্পূর, ঘত, এলাচিচূর্ণ প্রভৃতি মিশ্রণে যেমন সুমধুর পানা প্রস্তুত হয়, তেমন স্থায়িভাবের সঙ্গে 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারটি সামগ্রীর মিলনে উৎকৃষ্ট অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমরস প্রস্তুত হয়ে থাকে।

'রসো বৈ সঃ' শ্রুতির প্রতিপাদ্যৈক-বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণই অখিল-রসামৃতসিন্ধু। বেদ যাঁকে "**রসো বৈ সঃ**" ব'লে কীর্ত্তন করেছেন, সেই রস-স্বরূপই রসরাজ রাসনায়ক—শ্রীকৃষ্ণ।

অষ্টম তরঙ্গ

প্রেমে রসাভাস নাই

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমে রসাভাস-দোষ নাই। রসাভাস-দোষযুক্ত ব্যাপার প্রেম-পদবাচ্য হতে পারে না এবং তা কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করতে পারে না—

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৪।১৫৭)

রস-লক্ষণ হতে বিপর্য্যয়তা লাভ করলে তাকে 'রসাভাস' বলা হয়। উপরস, অনুরস, অপরস—এ-সবগুলিই 'রসাভাস'।

অপ্রাকৃতরসের লক্ষণ

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর দ্বারা আমাদিগকে রসের এইরূপ লক্ষণ জানিয়েছেন,—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫।৭৯)

অর্থাৎ, মানবের ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে কোন চমৎকার এক ভাব শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে যে অতিশয় আস্বাদিত হয়, সেইটীই রস।

কর্ম্মি-জ্ঞানী-যোগি-তপস্বিগণ অপ্রাকৃত-রসাস্বাদন হতে বঞ্চিত

অভক্তগণ কখনও এই রসাস্বাদন কর্‌তে পারেন না, তাঁদের কাছে ভক্তিরস সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ। কিন্তু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবাই যাঁদের সর্ব্বস্ব, সেই প্রেমিক পুরুষগণই রসাস্বাদন কর্‌তে পারেন। এজন্যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর দ্বারা আমাদের জানিয়েছেন,—

ফল্গুবৈরাগ্য-নির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্ম্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জরন্মীমাংসকাদ্ রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥
সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্‌রসঃ।
তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫।৭৬-৭৮)

অর্থাৎ যারা ফল্গুবৈরাগ্যের দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে, যারা শুষ্ক নির্ভেদজ্ঞান পেষণ কর্‌তে কর্‌তে হৈতুক বা কেবল কুতর্কেই নিষ্ঠালাভ করেছে, যারা মীমাংসক বা কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ, যারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী, তা'রা ভক্তিরসাস্বাদনে বহির্ম্মুখ। অতএব চোর, দস্যু, প্রভৃতি অসদ্‌ব্যক্তিগণ হতে যেমন মহানিধি রক্ষা করতে হয়, তেমনি ভক্তিরসিকগণ মীমাংসকাদি ব্যক্তিগণের কাছ থেকে সর্ব্বদা ভক্তিরসকে গোপনে রাখ্‌বেন, তাদের নিকট কখনই ভক্তিরসের কথা প্রকাশ কর্‌বেন না।

প্রচ্ছন্ন অপসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী প্রেমের সন্ধান হতে চিরবঞ্চিত

একমাত্র ভক্তির পথ ব্যতীত—পূর্ণতম বস্তুর প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সুখসম্পাদনের ইচ্ছা ব্যতীত আর অন্যান্য যাবতীয় সাধনচেষ্টা ও অভিলাষই জীবকে অপ্রেমের রাজ্যে নিয়ে যায়। একমাত্র অভিসন্ধি-নির্ম্মুক্তা যে শুদ্ধভক্তি, তা'কে স্বীকার না ক'রে যাঁরা অন্যপ্রকার সাধনকে তাঁদের বিচরণ-পথ বলে বিচার করেন অর্থাৎ "*ভক্তি গ্রহণ না ক'রে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি যে-কোন পথ গ্রহণ কর্‌লেই হয়—সবই এক*", এরকম বলেন, তাঁদের প্রয়োজন বা প্রাপ্যবস্তু 'প্রেম' নয়, তাঁরা প্রেমবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে তাঁদের 'প্রয়োজন' বিচার ক'রে যে-কোন একটা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর পথ বেছে নিয়ে সুবিধাবাদী হয়ে পড়েন।

কখন্ প্রেমকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পর্য্যায়ে গণনার চেষ্টা হয়?

সজ্জনমণ্ডলি! আপনারা এ-কথাটী বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করুন, অনুধাবন করুন; দেখ্‌তে পাবেন যে,—যেখানে মূলে আমাদের অন্তরে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সম্পাদনের পরিবর্ত্তে অর্থাৎ প্রেমার পরিবর্ত্তে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা কোনও না কোনপ্রকারের কাম-বাঞ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রয়েছে, সেখানে একমাত্র শুদ্ধভক্তির পথ ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতিতেই আমাদের আগ্রহ দেখা যায় এবং সেই আগ্রহ-মূলেই আমরা কপটতা ক'রে ভক্তিকে কর্ম্ম-জ্ঞানের পর্য্যায়ে আন্‌বার চেষ্টা করি; আর ঐরকম অপ্রেমের চেষ্টাকেই 'প্রেম' বা অসাম্প্রদায়িকতা ব'লে প্রচার ক'রে কামী গণগড্ডলিকার কাছে প্রিয়তা অর্জ্জন ক'রে থাকি।

সমন্বয়বাদী প্রেমবিরোধী কামুক মাত্র

ভক্তিকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির সঙ্গে যাঁরা সমান বলেন,—পতিব্রতাকে বহুবিলাসিনীর পর্য্যায়ে যাঁরা গণনা করেন, তাঁদের মূলে একমাত্র সেব্য পতির প্রতি সেবানিষ্ঠার অভাব; তাঁরা পতি-প্রীতি অপেক্ষা নিজের কামরুচিকে অধিক ভালবাসেন। বর্ত্তমানে তথাকথিত ধর্ম্মের বাজারে ভিন্ন ভিন্ন রুচি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের যে-সব কল্পনা—'*যত মত, তত পথ*' প্রভৃতি যেসব হেঁয়ালি, ''*কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—কালী, কৃষ্ণ, শিব—সবই সমান*'' প্রভৃতি জীবের বহির্ম্মুখ-রুচির অনুকূল যে-সমস্ত কথা তথাকথিত সমন্বয়বাদের নামে ব্যষ্টি হতে সমষ্টিকে পিশাচীর মত পেয়ে বসেছে—মোহিনীমূর্ত্তির ন্যায় অদৈবগণকে প্রেমামৃত হতে বঞ্চনা ক'রে সুযোগ্য প্রেমসম্পুটকে রক্ষা কর্‌ছে, সেসমস্ত মতবাদ কেবল প্রেমের অভাব হতেই জগতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের 'অন্তঃপটে'র বাইরে যাঁরা রয়েছেন, যাঁরা প্রেমের কোন সন্ধান কোনদিন পান নাই বা পাবেন না; তাঁরাই ঐসব মতবাদ সৃষ্টি ক'রে জগতে মহা-প্রেমাভাব সৃষ্টি করেছেন, করছেন ও করবেন।

নবম তরঙ্গ

সমন্বয়বাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতির মূলে কপটতাময়
আত্মকাম-চরিতার্থতার পিপাসা

তথাকথিত সমন্বয়-বাদ, তথাকথিত সাম্যবাদ, তথাকথিত বিশ্বপ্রেম-বাদ, তথাকথিত জীবপ্রেম-বাদ, তথাকথিত জীবসেবা-বাদ, তথাকথিত সংখ্যাধিক্যে সত্যনিরূপণ-বাদ শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কোন সন্ধানই পায় নি, এদের মূলেই প্রেমাভাব ও কপটবৃত্তি বিরাজিত। শ্রীচৈতন্যদেব মুকুন্দের আদর্শে যে 'খড়জাঠিয়া বেটা'র কথা প্রকাশ করেছেন, সেই সব 'খড়জাঠিয়া বেটা'ই তথাকথিত আধুনিক সমন্বয়বাদের আদর্শ।

—''**ও বেটা যখন যথা যায়।**
সেইমত কথা কহি, তথায়ই মিশায়॥''

এইরকম ''*হাঁ জি, হাঁ জি*'' মতাবলম্বী কখনই প্রেমের কোন কথাই শোনে নি, কেবল রজোগুণোদ্ভুত কামের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কামী গণগড্ডালিকা হতে শৌকরীবিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা মাত্র পেয়েছে। এদের ধারণা—লোকপ্রিয়তা অর্জ্জনই প্রেম। ঐ সমস্ত তোষামোদকারি-সম্প্রদায় মাতাল-গণগড্ডলিকাকে এক পেয়ালা বেশী মদের যোগান দিয়ে তাদের রুচি-অনুযায়ী ধর্ম্মব্যাখ্যা অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণটাকেই 'প্রেম' ব'লে প্রচার ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণটীকে তারা আন্দামান-দ্বীপে চিরনির্ব্বাসিত করেছে! এরা প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত জানে না। এই সব লোককে যদি জগতের শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপুনিক সংখ্যক ব্যক্তিও 'ধর্ম্মনেতা', 'ধর্ম্মগুরু' বলে স্বীকার করে, তা হলেও যথার্থ অকৈতব প্রেমিক প্রকৃত প্রেমের প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ বুঝ্‌তে বিচলিত হবেন না।

মনোধর্ম্মী সুবিধাবাদিগণের কুনাট্য

মনোধর্ম্মী, সুবিধাবাদী, তথাকথিত সমন্বয়বাদী, প্রাকৃত সাহিত্যিক, প্রাকৃত সামাজিক, অবৈধ আনুকরণিক ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেম সম্বন্ধে যা

বুঝেছেন, তা অচৈতন্যের কাম বা অচৈতন্যের বিকার মাত্র। কেউ মনে করেছেন—লোক দেখাবার জন্যে 'ভাঙ্গি'কে ধ'রে আলিঙ্গন করতে পারলেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অনুকরণ করা হলো; আবার, কেউ মনে করেছেন—অত্যন্ত স্ত্রৈণ বা পরস্ত্রী-লম্পট হ'তে পারলেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের আদর্শ প্রকাশ করা হলো; কেউ মনে করেছেন—বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা হতে পারলেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক হওয়া গেল; কেউ মনে করেছেন,—প্রচ্ছন্ন কামপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যে কামক্রোধের দাস হয়ে রাই-কানুর প্রীতির কথাগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারলেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পথের পথিক হতে পারা গেল; কেউ মনে করেছেন,—লোকপ্রিয়তা-অর্জ্জন-মানসে কাকেও কিছু না বলে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে পারলেই শ্রীচৈতন্যের প্রেম যাজন করা হলো; কেউ মনে করছেন,—'*সকল মত, সকল পথই সমান*'—এইরকম উক্তিময় ইন্দ্রিয়তর্পণের আবরণে নিজ নিজ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিবার একটি কৌশল আবিষ্কার ক'রে নিতে পারলেই বুঝি শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পথ অনুসরণ করা হলো; আবার কেউ মনে করেছেন,—কতকগুলি শারীরিক অভ্যাস বা ব্যায়ামের দ্বারা কপট অশ্রু, পুলক, লম্ফঝম্ফ লোককে দেখাতে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মহাপ্রেমিক হতে পারা গেল!

জগতের মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের কপটতা হতে সাধু সাবধান!

সুধীমণ্ডলি! আপনারা বিচার করুন; আপনাদের বিচারে যেন কোনপ্রকার ছলনার যবনিকা এসে না পড়ে; গণবাদের মোহ যেন আপনাদের নির্ম্মল আত্মাকে মোহগ্রস্ত না করে; কাম-প্রেমের সংজ্ঞা যেন আপনাদের চিত্তপটে প্রোজ্জ্বল ভাস্করের মত নিয়ত দীপ্তিমান থাকে; আপনারা সেই আলোকের সাহায্যে দর্শন করুন—শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত অভূতপূর্ব্ব কৃপার আলোকে শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করুন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোনপ্রকার পুতিগন্ধ নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বারবিলাসিনী মূর্ত্তি কৃত্রিম পোষাকের দ্বারা অবগুণ্ঠিত রয়েছে। নানা

ঘৃণ্য কুৎসিত ব্যাধিতে জর্জ্জরিতা বারবিলাসিনী যেমন কতকগুলি বাহ্য প্রসাধন-সামগ্রী ও বাহ্য বেশাদি দিয়ে নিজের কুরূপ ও কুচরিত্রকে ঢেকে কামলুব্ধ ব্যক্তিগণের কাছে পতিব্রতার প্রেমের অবৈধ প্রতিযোগিতা করে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের নামে অচৈতন্য বা অপচৈতন্যের কামতাণ্ডব-গুলিও তেমনি জগতের লোককে বঞ্চনা করছে। একমাত্র শ্রীচৈতন্যের অকৈতব প্রেমিকগণই জীবকে এরকম প্রেমের বিরুদ্ধ ব্যাপারে—কামের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হতে না দিয়ে তাদের জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নিয়ত কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। আর যারা লোকের আপাত প্রেয়ঃ বা কামের ইন্ধন প্রদান ক'রে লোকের হিংসা—জগতের হিংসা—সমাজের হিংসা—বিশ্বের হিংসা করে, কেবল তার উপর একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের মুখোস দিয়ে লোকের কাছ হতে 'বাহাবা' নিতে চায়, তারা লোককে সত্যকথা বলতে সাহসী হয় না বা প্রকৃতির গঠন-বশতঃই তাদের কামের আধারে প্রেমের যথার্থ স্বরূপের কথা প্রকাশিত হতে পারে না।

প্রেমিক গৌরজনের শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অকৈতব প্রেমিকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনঃশিক্ষার ছলে আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যের প্রেম এবং অপচৈতন্যের কামের স্বরূপ ও বঞ্চনাগুলিকে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন!
মুখে বল 'প্রেম-প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে?

দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥

* * * * *

কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম-প্রায়?
চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড়-বিষয়েতে সদা ধায়॥
জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত-প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥

ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর' দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর' পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ॥

মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের কপটতা, অপরাধ, পাষণ্ডতা প্রভৃতির প্রতি ক্রোধই প্রেমের লক্ষণ

কেবলমাত্র বহির্ম্মুখ-লোকের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ না করাই প্রেম বা দৈন্যের চিহ্ন—এ'কথা বিকৃত ধারণায় অনেকেই মনে করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রধান পতাকা-বাহী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শেষভৃত্য ঠাকুর বৃন্দাবনদাস যখন নিত্যানন্দ-নিন্দকের সম্বন্ধে—"**তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে**" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, কিম্বা স্বয়ং প্রেমের মূলপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের প্রতি জগাই-মাধাই'র আঘাত-দর্শনে 'চক্র' 'চক্র' ব'লে যখন সুদর্শনকে আহ্বান করেছিলেন, তখন আধুনিক মনোধর্ম্মি-সাহিত্যিক-সমাজের কেহ কেহ ঠাকুর বৃন্দাবনকে সহিষ্ণুতা-ধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের বিরোধী এবং গৌরসুন্দরকে নিত্যানন্দ অপেক্ষা কম প্রেমিক, এমন কি, প্রেম-বিরোধী পর্য্যন্ত বলতে কুণ্ঠিত হন নি! যাঁরা অকৈতব প্রেমের মহাজনগণের প্রতি ঐরূপ উক্তি করেছেন, তাঁদের প্রেমের কতটা অভাব, একথা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা বুঝতে পারেন নি। শ্রীশুকদেব গোস্বামী কখনও কখনও কংসকে "**ভোজানাং কুলপাংশনঃ**" —অর্থাৎ 'ভোজ-বংশের কলঙ্ক' প্রভৃতি ব'লে নিন্দা করেছেন। তৃণাদপি সুনীচতা এবং প্রেমধর্ম্মের আদিশিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবও কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর নিগ্রহ-কালে, দেবানন্দ-পণ্ডিতের দণ্ডদান-কালে, প্রকাশানন্দের

নির্ব্বিশেষ-ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে উক্তি-কালে ও অসংখ্য অবসরে নানাপ্রকার বাহ্য ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন করেছেন। এই ক্রোধ যে কৃষ্ণ-প্রেমেরই লক্ষণ, তা' প্রেমহীন প্রাকৃত কাম-ক্রোধাসক্ত ব্যক্তি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারেন না। তাঁদের কামের ব্যাঘাতে যখন ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তখন কৃষ্ণকামে কামিগণেরও কৃষ্ণের কাম অর্থাৎ সেবায় বিঘ্নপ্রদান-কারিগণের প্রতি যে স্বভাবতঃই ক্রোধের উৎপত্তি হবে—এ কথা তাঁরা তাঁদের কামময় নীচ চিত্তবৃত্তিতে ধারণা ক'রে উঠতে পারেন না। যদি ঠাকুর বৃন্দাবনের মুখে ঐরকম ক্রোধলীলা-ব্যঞ্জক বাক্যে কৃষ্ণপ্রেমাসক্তির পরিচয় প্রকাশিত না হতো, 'তৃণাদপি সুনীচতা' শিক্ষার প্রধান-শিক্ষক ও প্রেমের মূল প্রস্রবণের মুখে ঐরকম ক্রোধলীলার আদর্শ প্রকটিত না হতো, তাহলে লোকশিক্ষক আচার্য্যবৃন্দের প্রেমের অভাব বা কপটতা আছে—একথা সাধারণ যুক্তি একবাক্যে নির্ণয় করতেন। কৃষ্ণকাম-চরিতার্থ করবার জন্য তাঁদের এতদূর আসক্তি যে, তাঁরা ঐ কামের বিন্দুমাত্র বিঘ্নও সহ্য করতে পারেন না—এরই নাম 'প্রেম'। *কৃষ্ণকামে বিঘ্ন উৎপাদিত হয় হোক, আর আমি বহির্ম্মুখ লোকের কাছ থেকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জমার ঘরে 'বিনয়' প্রভৃতি গুণে বিভূষিত ব'লে আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহ কর্‌তে থাকি,*—এটা প্রেমগন্ধ-হীন প্রাকৃত কামী ছাড়া কখনই অকৃত্রিম প্রেমিকের মনোবৃত্তি হতে পারে না। ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐরকম বাক্যে, শ্রীগৌরসুন্দরের নানাপ্রকার ক্রোধব্যঞ্জক বাক্যে তাঁদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম কতটা গভীর, তৎশিক্ষার আদর্শই জগতে প্রচারিত হয়েছে।

ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেছেন—''যাঁরা কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, যাঁরা নিজেদের কোটী কোটী প্রাণ দিয়েও ভগবানের একটী মাত্র পাদপদ্মরেণু-নির্ম্মঞ্ছন-ব্যাপারে সতত ইচ্ছুক, তাঁরা ভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ নিজ হৃদয়-অনুসারে এরকম বিচার করেন যে,—এমন কোন্ চেতন-বস্তু আছে, যে এই সর্ব্বানন্দ-কন্দ-কদম্ব-স্বরূপ, নিরুপাধিক প্রেমরসাস্পদ, সর্ব্বানুগ্রহকারী, সর্ব্ব সদ্গুণমণি-

বিভূষিত এবং সর্ব্বলোকের পরিণাম-হিতকারী সেই শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁর প্রিয়জনের প্রীতি না করে?"

প্রচলিত সাম্যবাদের ধারণা—অকপট প্রেমের বিরোধী

তথা-কথিত সাম্যবাদ প্রেমের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রেমের আস্পদ বা বিষয় যিনি, তিনি অসমোর্দ্ধ (যাঁর সমান বা উর্দ্ধে কিছু নাই),—একথা শ্রুতি, স্মৃতি ও সাধারণ যুক্তি, সকলেই সমস্বরে বল্‌বেন। কারণ, প্রেমের বিষয়ের সমান যদি আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, অথবা আমার প্রেমাস্পদ হতেও আর কারো অধিক শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তাহলে সেখানে কখনও 'প্রেম' থাকতে পারে না। শ্রুতি যাঁকে—''**ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে**'' বলেছেন, সেই ''**রসো বৈ সঃ**'' পুরুষই প্রেমের অসমোর্দ্ধ বিষয়; একমাত্র সেই রসনায়ক ব্যতীত অপর কোন বস্তুতেই 'প্রেম'-শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। মধ্যম-ভাগবতের লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—পরমেশ্বরেই প্রেম বিহিত, আর পরমেশ্বরের অধীন বস্তুতে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তে প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বর-সম্বন্ধে থাকে মিত্রতা। যাঁরা *পরমেশ্বরের ন্যায় অনীশ্বর বস্তুতেও প্রেম নিযুক্ত হতে পারে,*—এরকম কল্পনা করেন, তাঁরা প্রেমের চৌদ্দ-সীমানায়ও কখনও আসতে পারেন নি বা পারবেনও না। জগতে যে 'সাম্যবাদ'-কথাটা প্রচারিত হয়েছে, সেটা কেবল প্রেমের অভাবময় কামের বিকারমাত্র।

দশম তরঙ্গ

প্রেমের প্রতিশব্দ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই

যেমন একমাত্র '**কৃষ্ণ**' ব্যতীত অপর কোন বস্তুতেই '**প্রেম**' প্রযুক্ত হতে পারে না। তেমনি 'প্রেম'-শব্দটীও এমন যে, অন্য কোন প্রতিশব্দ দিয়ে প্রেমকে বুঝান যায় না। খৃষ্টধর্ম্মে যাকে 'Love' বলে, বা যাবনিক ধর্ম্মে যাকে 'এস্ক' বলে, তা' শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত প্রেমের তাৎপর্য্য প্রকাশ করতে পারে না। 'Love' বা 'এস্ক' প্রভৃতি শব্দের সহিত অন্বয় বা ব্যতিরেকভাবে ন্যূনাধিক জাগতিক সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট আছে। তথাকথিত সমন্বয়বাদি-গণের মুখে ঈশা, মুষা ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের একাকারের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা তাঁদের প্রেম-স্বরূপ বিচারের অভাবজনিত মনোধর্ম্ম হতে প্রলাপ-বাক্যের মত উদিত হয়েছে। পরমেশ্বরের পুত্রত্ব-বিচার খৃষ্টধর্ম্মে নাই, পরমেশ্বরের কেবল-পিতৃত্ব-বিচারে একটা দাস্যভাব মাত্র থাকলেও সেখানে প্রেমের অভাব। প্রেম এমনই একটী অপূর্ব্ব জিনিষ যে, তা' প্রেমিকের অবস্থানকে প্রেমাস্পদের অবস্থান হতেও উচ্চতর ক'রে রাখে। পরাৎপর পরমেশ্বরকেও প্রেমিকের পাল্যরূপে পরিণত করতে পারে—একমাত্র প্রেম। কিন্তু প্রেমাভাব বা মর্য্যাদা-বিচার তা' পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে এই অসম্পূর্ণতা আছে ব'লে তাঁদের ভগবানের প্রতি 'Love'-শব্দ 'প্রেম'-শব্দের সমকক্ষ হতে পারে না। হাফেজের 'এস্ক'-ভাব বর্ণন দেখলেও মনে হয় যে, শুদ্ধ চিদ্বস্তুর সঙ্গে পূর্ণচেতন বস্তুর যে স্বাভাবিকী রুচি, তা সেখানে 'এস্ক'-পদের বাচ্য হতে পারে নি। তাঁরা কখনও স্থূলদেহের, কখনও বা লিঙ্গদেহের মমতা বা মোহকে 'এস্ক' ব'লে বর্ণন করেছেন।

প্রাকৃত সাহজিকগণের নিকট প্রেমচেষ্টার অনুকরণ কৃত্রিমতাই 'প্রেম'

ঠাকুর বৃন্দাবনের কথিত "**তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে**"—বাক্যটীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন একজন প্রাকৃত-সাহজিক পণ্ডিতাভিমানী

বৈষ্ণবব্রুব-ব্যক্তি লিখেছেন,—"*প্রেম জিনিষটী লোককে অন্ধ করে; ঠাকুর বৃন্দাবনও প্রেমে অন্ধ হয়েছিলেন; কাজেই তিনি উত্তেজিত হয়ে নিত্যানন্দ-নিন্দুকের মস্তকে লাথি মারবার জন্য উদ্যত হয়েছেন।*" প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় কামকে 'প্রেম' মনে করেন ব'লে,—কামান্ধকূপে পতিত হয়ে নানাপ্রকার কামের বিকারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন ব'লে তাঁরা নিজেদের তুলনায় অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিকগণকেও নিজেদের মতো মনে ক'রে থাকেন; কিন্তু বিষয়টী তা' নয়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যাকে 'প্রেম' মনে করেন, তাতে কৃষ্ণকথার বাহ্য মুখোসপরা থাকলেও তা প্রেমের আনুকরণিক চেষ্টামূলে কামেরই বিকার মাত্র। ঠাকুর হরিদাসের ডঙ্কের মুখে কীর্ত্তন-শ্রবণে যে-সাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত হয়েছিল, তাকেই আমরা 'প্রেম' বলবো। আর ঠাকুর হরিদাসের সাথে প্রতিযোগিতা-মূলে ঢঙ্গবিপ্রের যে অভিনয় হয়েছিল, তাকে আমরা 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' না ব'লে অপচৈতন্য প্রাকৃত-সহজিয়ার কামের তাণ্ডবই বলবো।

কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত জড়-ব্যবহিত কোন কাম 'প্রেম'-শব্দবাচ্য নহে

জগতে উদ্‌ভ্রান্ত পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, দেশপ্রেম প্রভৃতি যে-সকল কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলিও প্রেমের বিকৃত ছবি বা কামের বৈচিত্র্য মাত্র। যেখানে জড়-ব্যবধান বর্ত্তমান, সেখানে কেবল-চেতনের ধর্ম্ম যে 'প্রেম', তা' থাকতে পারে না; জড়ে জড়ে কখনও প্রেম হয় না, তাতে কামেরই উৎপত্তি হয় মাত্র। পূর্ণচেতন ও বিশুদ্ধ চেতনের মধ্যেই পরস্পর প্রেম প্রকাশিত হয়; জড়ে জড়ে 'প্রেম'-শব্দের যে অপব্যবহার বা বিকৃতি, তাতে একমাত্র অসমোর্দ্ধ্ব প্রেমাস্পদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নাই; কিন্তু প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন-ভাবে পরস্পরের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছাই অনুস্যূত থাকে।

একাদশ তরঙ্গ

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাভিলাষই প্রেমাভাবের লক্ষণ

প্রেমাভাবই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; বরং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের ন্যায় হৃদয় হতে মার্জ্জিত ক'রে প্রেমের উদয়-সম্ভাবনা হয়, কিন্তু প্রেমের একান্ত বিরোধী মোক্ষাভিসন্ধি থাকলে 'প্রেম' কখনই উদিত হতে পারে না। এজন্য প্রেমের প্রতিপাদ্য মহাগ্রন্থ পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে যে-প্রেমধর্ম্মকে 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব'-রূপে বলা হয়েছে, তা'র ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ 'প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হয়েছে'—এরূপ জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এজন্যে মোক্ষাভিসন্ধি-যুক্ত নির্ভেদজ্ঞানী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন,—

"কাশীতে বসয়ে বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥"

চিন্মাত্রবাদী ও অচিন্মাত্রবাদী—উভয়েই প্রেমের অত্যন্ত বিরোধী

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—'তিনি সকলকে প্রেম দিয়েই উদ্ধার করবেন; কিন্তু যাঁরা প্রেমের আস্পদ, প্রেমিক ও তাঁদের উভয়ের মধ্য নিত্যবিলাস প্রেমকেই গলা টিপে মার্‌তে চান অর্থাৎ যাঁরা মোক্ষাভিসন্ধি-রূপ আত্মহত্যার পক্ষপাতী, তাঁরা 'প্রেম' হতে চিরদিনই নিজ নিজ দুর্দ্দৈব ফলে বঞ্চিত।' পরমেশ্বরে প্রেমের অভাব হলেই জীবের এ-রকম চরমদণ্ড হয়। মহাপ্রভু দারী সন্ন্যাসীর গৃহে পর্য্যন্ত স্বয়ং উপযাচক হয়ে গিয়েছেন; কিন্তু তিনি কাশীর আকুমার ব্রহ্মচারী, মহাতপস্বী, বেদাধ্যায়ী, নিত্যস্নায়ী সন্ন্যাসিগণের মুখদর্শন করেন নাই! তিনি বলেছেন,—বরং ভোগী বিষয়ী ভাল—বরং পাপী দুরাচার ভাল, তথাপি চৈতন্যের বিলাস যা'রা স্বীকার করেন না, বা চৈতন্যের বিনাশে প্রয়াসী হন, সেই সব চিন্মাত্রবাদী ও অচিন্মাত্রবাদী বাহ্যে মহা সংযম, তপস্যা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত থাক্‌লেও তাদের কোনই মূল্য নাই।

নির্ব্বিশেষবাদীর বালচেষ্টার দৃষ্টান্ত

নির্ব্বিশেষবাদী একদিকে যেমন নিজের অণুচৈতন্য-সত্তাকে অস্বীকার ক'রে জগতের অস্তিত্বে অন্ধ থাক্‌বার চেষ্টা করেন, আর একদিকে তেমনি জগৎকে অস্বীকার ক'রে, তাঁর সেই জগদ্দর্শনের অভাবে নিজ-সত্তার অভাব কল্পনা ক'রে থাকেন। এটা বাল-চেষ্টার মতো। বালক মনে করে, সে যতই কুকর্ম্ম করুক্ না কেন, নিজে চক্ষু বুজ্‌তে পার্‌লেই তার কুকর্ম্ম-দর্শনের অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব থাক্‌ল না। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে যেমন বাস্তবসত্তার কর্ত্তৃত্ব-অধিষ্ঠানের বিলোপ-সাধন হয় না, সেই রকম মায়াবাদী তাঁর নিজ সত্তা বা জগৎ ও তাদের মূল-বিম্বস্থানীয় নিত্য-সবিশেষ পুরুষোত্তম-বস্তুকে অস্বীকার কর্‌লেও উহাদের বাস্তব সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। উহা কেবল তাঁর ভগবানে প্রেমের অভাবই প্রমাণিত করে।

দ্বাদশ তরঙ্গ

প্রেমই একমাত্র পুরুষার্থ; 'পুরুষ' শব্দের তাৎপর্য্য

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়ে প্রেমই একমাত্র পুরুষার্থ। কিন্তু পুরুষ যখন স্বরূপ-বিস্মৃত হয়ে এই জড়ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডের অন্তর্গত অস্মিতা বা তদ্‌ব্যতিরেক কোন বিচারের অস্মিতা নিয়ে প্রকৃতিকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আলিঙ্গন ক'রে থাকে, তখন তার পুরুষাভিমান, প্রকৃতি-অভিমান বা প্রাকৃত পুরুষ ও প্রকৃতির ব্যতিরেকসম্বন্ধ-গন্ধবিশিষ্ট নপুংসক-অভিমান—সবই পুরুষ-অভিমানে অর্থাৎ ভোক্তা-অভিমানে পর্য্যবসিত হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে যোষা (ভোগ্য-জ্ঞান) ক'রে যেমন ভোক্তা-অভিমানে পাগল হয়ে পড়ে, প্রকৃতিও তেমনি পুরুষকে মৌখিকতায় 'পুরুষ' ব'লে কার্য্যতঃ তার কথিত পুরুষকে নিজভোগ্য বা যোষায় পরিণত ক'রে নিজেই পুরুষ হয়ে পড়ে। বিদ্ধ শাক্তেয়-মতবাদে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এইরূপই। কখনও প্রকৃতির উপর পুরুষ আরোহণ করেছে, কখনও বা পুরুষের উপর প্রকৃতি আরোহণ ক'রে পুরুষ হয়ে পড়েছে।

অপরদেশের প্রকৃতিপূজাও ঐসকল মতেরই প্রতিধ্বনি; পুরুষার্থের তাৎপর্য্য

ফরাসি-দার্শনিক 'অগস্ত্য', 'কোমত' যে প্রকৃতি-পূজার দুন্দুভি ঘোষণা করেছেন, তা ন্যূনাধিক ভারতীয় বিদ্ধ তান্ত্রিক শাক্তেয়-মতবাদের বীজাণুর সংস্পর্শ হতেই উৎপত্তি লাভ করেছে। বর্ত্তমান যুগে তা'রই বিচিত্র-বিলাস কখনও পুংস্বাধীনতা, কখনও বা স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে বদ্ধজীবের ভোগ-কল্পনাকেই 'পৌরুষ' বলে নির্ণয় করেছে। এই পৌরুষ যখন দশাননের দশ মস্তক ও বিংশতি হস্ত প্রসারিত করছে, তখনই তা' পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত শক্তিকে হরণ ক'রে নির্ব্বিশেষবাদে আত্মহত্যাকেই পুরুষার্থরূপে কল্পনা করছে। কিন্তু ভোগ-রোগ বা আত্মহত্যারূপ নির্ব্বিশেষমুক্তি—কোনটিই পুরুষার্থরূপে নির্ণীত হতে পারে না।

সালোক্যাদি মুক্তি-পিপাসাও প্রেমানুরাগ-বশে তুচ্ছীকৃত

পুরুষের অর্থ বা পুরুষোত্তমের অর্থ—উভয়ই প্রেম। পুরুষের অনর্থই ভোগ বা মোক্ষ—যা' প্রেমাভাব। আবার লীলাপুরুষোত্তমের অর্থ ব্যতীত পুরুষের পৃথক্ নিজ-অর্থও প্রেমাভাব বা অপচৈতন্যের কাম; এজন্য একমাত্র পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম' ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা সাযুজ্য উপযাচক হয়ে শ্রীচৈতন্যানুগ-গণের পদলুণ্ঠিত হলেও তাঁরা ঐসকলের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। তাঁরা প্রেমাস্পদকে নিয়েই এত ব্যস্ত যে, ঐসকলের দিকে তাকাবার সময়ই তাঁদের নাই। সালোক্যাদি পিপাসা যাঁদের অন্তরে যতটা বিরাজিত, তাঁরা প্রেমাস্পদ হতে ততটা দূরে বিক্ষিপ্ত।

মদ্‌গুণশ্রুতি-মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১০-১২)

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

(ভাঃ ৯।৪।৪৯)

[সর্ব্ব-চিত্তনিবাসী সেই আমার গুণ-শ্রবণ-মাত্রই সমুদ্র-প্রতি ধাবিত অবিচ্ছিন্ন গঙ্গাধারার ন্যায় মন আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। সেই ভক্তিযোগ পুরুষোত্তম-প্রতি হেতুরহিত অর্থাৎ ফলানুসন্ধান-রহিত এবং অব্যবহিত অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন-রূপে অনুষ্ঠিত হয়। আমার ভক্তগণকে 'সালোক্য' (বৈকুণ্ঠবাস), 'সার্ষ্টি' (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), 'সারূপ্য' (চতুর্ভুজাকার), 'সামীপ্য' (নৈকট্যলাভ), 'একত্ব' (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত

হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না। আমার সেবা-প্রভাবে সালোক্যাদি মুক্তি স্বয়ং আমার ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ তাঁহারা আমার সেবাতেই পূর্ণমনা, সেস্থলে অন্য সব কাল-প্রভাবে নশ্বর বিষয়ের সম্বন্ধে কি কথা!]

শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত কৃষ্ণ-প্রেমের অসমোর্দ্ধতা

ভোগ বা মোক্ষ—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক, আর প্রেম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক; সুতরাং ভোগ ও মোক্ষের মস্তকের উপরে—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের উপরে পঞ্চম-পুরুষার্থ 'প্রেম' নিত্যকালই নৃত্য ক'রে থাকে। এই প্রেমসম্পদ্ যাঁতে যত প্রচুর, তিনি তত কৃষ্ণের প্রিয়। দেবহূতি-নন্দন কপিল সালোক্যাদি-পিপাসা-বর্জ্জনরূপ শুদ্ধভক্তির কথা বললেও শ্রীচৈতন্যের প্রেম—যা' সেবা-রাজ্যের পরাকাষ্ঠা, সেই নিরুপাধিক প্রেমের কথা বলতে পারেন নাই। এজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ জ্ঞান-বিমুক্ত সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণকে কৃষ্ণের অধিক প্রিয় বলেছেন। প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদিও ব্রজবধূগণের প্রেম-মাধুরী আকাঙ্ক্ষা করেন।

অপ্রাকৃত পারকীয় প্রেমের মাহাত্ম্য একমাত্র ব্রজের নিজস্ব সম্পদ্। ব্রজের যমুনা, যামুনতট, কুঞ্জ, বংশী, গোধন প্রভৃতিতে যে নিরপেক্ষ পারকীয় প্রেম আছে, তা' ব্রহ্মাদি দেবতারও কাম্য। ব্রজের রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত প্রভৃতিতে যে পারকীয় দাস্য-রস আছে, তা চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, পুণ্ডরীকাদি শরণাগত দাস—এমন কি, উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি প্রভৃতি পারিষদ্ দাস—সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ প্রভৃতি পুরস্থ দাসগণেরও পরম কাম্যবস্তু। অর্জ্জুন, ভীমসেন শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরসম্বন্ধী সখা অপেক্ষাও পারকীয়-সখ্য-ভাবাশ্রিত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ ইত্যাদি কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয় ও প্রেমিক।

বসুদেব-দেবকী যে পারকীয় বাৎসল্য-প্রেম-মাধুরী আস্বাদন করতে পারেন নাই, নন্দ-যশোদার দ্বারে সেই প্রেম-সম্পদ্ অনুক্ষণ বিলুণ্ঠিত হয়েছে। দ্বারকার মহিষীগণ এমন কি, শ্রীরুক্মিণীদেবীও শ্রীব্রজবনিতাগণের মতো কৃষ্ণের প্রিয় হতে পারেন নি। যদিও পুরুবাসিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী এবং শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা, তথাপি তাঁরা বিবাহিতা পত্নীভাবে গৌরবান্বিতা হয়েই শ্রীকৃষ্ণের সেবা ক'রে থাকেন; কিন্তু যে-গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকের সকলপ্রকার সাধ্য ও সাধনকে ধিক্কার ক'রে—আর্য্যপথ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদের ইন্দ্রিয়সুখ-তাৎপর্য্যে তাঁদের লজ্জা, কুল, মান, সর্ব্বাঙ্গ আহুতি প্রদান করেছেন, তাঁরাই প্রেমে সর্ব্বগরীয়সী। 'প্রেম'-শব্দ একমাত্র তাঁদেরই নিজস্ব সম্পৎ।

এমন কি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরবণিতাগণকে বলেছিলেন,—"যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করলে ব্রজবাসিগণ প্রীত হন, তাহলে আমি শপথ ক'রে বলছি, সত্যসত্যই এখনই আমি তাই করি। ব্রজবাসি-গণের প্রত্যুপকারে আমি অসমর্থ। তাঁরা আমার গীতার বাক্যকে—গীতার প্রতিজ্ঞাকে পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়েছেন, আমি তাঁদের নিকট চিরঋণী। আমি যে-পুরবনিতাগণকে বিবাহ করেছি, তাও ব্রজবণিতাগণের প্রেমের উদ্দীপনের জন্যই। রুক্মিণীকে দর্শন করে আমার গোপীগণের স্মৃতি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। আমাকে পাবার জন্যে যে ষোল হাজার একশত আট জন গোপাঙ্গনা কাত্যায়নী-ব্রত করেছিলেন, তাঁদের সহিত পুরবনিতার সংখ্যার সাদৃশ্য দেখে তদ্দ্বারা আমি আমার মনকে সুস্থ করবার ইচ্ছায় পুরবনিতাগণকে বিবাহ করেছি। ব্রজবাসিগণ আমাকে দেখলেও আমার সেবার জন্য—আমার বিরহের জন্য তাঁদের দুঃখের শান্তি হয় না; কারণ, আমার বিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুলচিত্ত ব্রজবাসিগণের সুখের জন্য আমি যে কিছু মধুর বিহারাদি ক'রে থাকি, সকলগুলিই তাঁদের ঐ দুঃখকে দ্বিগুণ ক'রে তোলে। আমি ব্রজে এরূপ সন্তোষ-সাগরে সর্ব্বদা

সন্তরণ ক'রে থাকি যে, তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আমার স্তব বা বন্দনা করতে প্রবৃত্ত হলেও আমি তাঁদের দর্শন ও সম্ভাষণও দুঃখজনক বোধ ক'রে দেবকার্য্য-সকল বিস্মৃত হয়ে থাকি। আমি ব্রজে অপূর্ব্ব রূপ, বেষ ও বংশী-রবামৃত বর্ষণ ক'রে ব্রজবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, নিখিল বিশ্বসংসারকে প্রেমভরে বিমোহিত করি। কি আকাশচারী ব্রহ্মা, কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি চন্দ্র, কি অপরাপর দেবগণ, সিদ্ধগণ, গো-গণ, বৃষগণ, বৎসগণ, মৃগগণ, পক্ষীগণ, অধিক কি, তরু-গুল্ম-লতাসকল, নদীসকল, মেঘরাশি, স্থাবর ও জঙ্গম-প্রাণিগণ, চেতন-অচেতন নিখিল-প্রপঞ্চ আমার প্রেমপ্রবাহে—সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হয়ে অচেতন পর্য্যন্ত চেতনের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।"

গোপীগণের মধ্যে গোপী-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর কথা অনির্ব্বচনীয়া। কৃষ্ণের আনন্দ-বিধায়িনী যে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সেই হ্লাদিনীর সার-অংশ প্রেম, সেই প্রেমের পরম-সার মহাভাব, সেই মহাভাব-রূপই শ্রীমতী রাধা-ঠাকুরাণী। রাধার স্বরূপ ও দেহ—একই বস্তু, তা' সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমময়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-পরাকাষ্ঠা মূর্ত্ত হয়েই—শ্রীরাধিকা। সেই কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরাধিকারই কৃষ্ণপ্রেম-বিনোদিনী কায়ব্যূহ-স্বরূপা অষ্টসখী। শ্রীরাধিকার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক মানসিক ভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি-সঞ্চালন—কৃষ্ণপ্রেমের এক একটি শোভা বা ভূষণ। শ্রীবার্ষভানবী আনখকেশাগ্র কৃষ্ণপ্রেমময়ী। তাঁ'র অলঙ্কার, তাঁ'র বস্ত্র, তাঁ'র মাল্য, তাঁ'র পরিচ্ছদ, তাঁ'র ললাটস্থ সিন্দুরবিন্দু, তাঁ'র স্নান, অঙ্গমার্জ্জন, তাঁ'র তাম্বুলাদি-সেবন, তাঁ'র প্রতিপদবিক্ষেপ, তাঁ'র মান, তাঁ'র বাম্য—প্রত্যেকটীই কৃষ্ণপ্রেমের শোভাকে রূপ দিয়ে বিকশিত রয়েছে। শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণবশকারী প্রেম যে কিরূপ অদ্বিতীয়, সে-সম্বন্ধে শ্রীরাম-রায় আমাদিগকে এরূপ জানিয়েছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ),—

যাঁ'র সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁ'র ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজ-রামা॥

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমময়ী বার্ষভানবীর সমস্ত প্রেমময় অঙ্গকান্তি ও প্রেমের মানসিকভাবে বিভাবিত হয়ে জগতে পূর্ণতম সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র প্রেমের বার্ত্তা প্রকাশ করেছেন। 'প্রেম' জিনিষটী সকলের অন্তরাত্মার জীবাতু-স্বরূপ। প্রেম-ব্যতীত চেতনের আনন্দময় জীবন নাই। প্রেমই চেতনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু; এমন কি, সম্বন্ধ ও অভিধেয় সেরূপ নয়। শ্রীচৈতন্যের দান—অভিধেয়, আর শ্রীচৈতন্যের প্রেম—প্রয়োজন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

শ্রীচৈতন্যের প্রেমই—সার্ব্বজনীন; কর্ম্মী বা জ্ঞানী প্রভৃতির কথা সার্ব্বজনীন নয়

শ্রীচৈতন্যের প্রেম—সার্ব্বজনীন। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের ভোগ ও মোক্ষের আকাশ-কুসুম কখনও সার্ব্বজনীন হতে পারে না। কারণ উহা অপস্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন। আমার ভোগে তোমার বা তা'র ভোগ হয় না, বরং তোমার বা তা'র পীড়া হয়। আমার মোক্ষেও তোমার বা তা'র মোক্ষ হয় না, অপিচ তোমার বা তা'র আত্মহত্যার নজির হয়। কিন্তু আমি যখন শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বিন্দুমাত্রও শিরে গ্রহণ ক'রে ধন্যাতিধন্য হতে পারি, তখন সেই প্রেমের এমনই স্বভাব যে, তা অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদকে কেন্দ্রীভূত ক'রে সকলকেই প্রেমাস্পদের প্রেমের কেন্দ্রে আকর্ষণ বা অভ্যর্থনা করে। ভোগ ও মোক্ষ নিজ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে নিয়েই গণ্ডী দেয়; কিন্তু প্রেম নিজ চেতনের অফুরন্ত উদ্বেলিত প্রস্রবণকে প্লাবনের মতো বিস্তার ক'রে থাকে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম-বিরোধী আত্মবঞ্চক কাহারা?

অপচৈতন্য বা বিবর্ত্তচৈতন্য হতে যে ভোগ ও মোক্ষের ছবি প্রকাশিত হয়, তা'তে সঙ্কীর্ণতার চিত্রই কামি-সমাজে 'উদারতা' ব'লে কল্পিত হয়ে থাকে। ভোগ ও মোক্ষ অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদ কৃষ্ণকে নির্ব্বাসিত ক'রে আত্মম্ভরিতা অর্জ্জন করতে চায় এবং এই প্রেমাভাব-রূপ আত্মম্ভরিতাকেই তাদের কাম্যবস্তু মনে করে। জগতে যদি প্রেমের শত্রু ও সর্ব্বাপেক্ষা আত্মমঙ্গলে বঞ্চিত কোন ব্যক্তি থাকে, তাহলে তা' তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা সাম্যবাদীই। এরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সার্ব্বজনীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না,—বরং নিজ নিজ কামের উত্তেজনায় ও উত্তেজিত কামি-জগতের রুচিতে কামসঙ্কীর্ণতাকে সংযুক্ত ক'রে প্রেমের বিরুদ্ধ ভাবকেই কামনা করে।

ভোগ ও মোক্ষ-চেষ্টা—সংঘর্ষ-উৎপাদিকা; প্রেম-ব্যতীত 'মুক্তি'—বন্ধ্যার 'পুত্রবতী'-বিশেষণের ন্যায়

ভোগ বা মোক্ষ কখনও দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষকে প্রশমিত করতে পারে না, বরং ওদের আরও বাড়িয়ে তোলে। যেখানে ভোগ, সেখানেই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের তাণ্ডব। মোক্ষ প্রচ্ছন্নরূপে ঐ সংঘর্ষের সহায়ক। অধিক কি, প্রেম-ব্যতীত মোক্ষের অস্তিত্ব কেবল কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র। প্রেমিক ব্যক্তিই—মুক্তশিরোমণি; এই কথাই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামানন্দ-মুখে স্বয়ং বক্তা হয়ে আমাদিগকে জানিয়েছেন।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি মত কেন সার্ব্বজনীন নয়? 'প্রেম'ই সার্ব্বজনীন কেন?

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—সার্ব্বজনীন নয়, একমাত্র প্রেমই সার্ব্বজনীন। গর্ভস্থ শিশুর কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অনুশীলনের অবকাশ নাই, কিন্তু গর্ভস্থ চেতনও শ্রীচৈতন্যের প্রেমে দীক্ষিত হতে পারেন। শিবানন্দসেনের পুত্র পুরীদাস মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান করেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। শিশু পুরীদাস অতি বাল্যকালে মহাপ্রভুর অঙ্গুষ্ঠ পান করতে করতে বাহ্যজগতের বিচারে অজ্ঞানাবস্থায়ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম আস্বাদন করেছিলেন। চারি বৎসরের অজ্ঞান বালিকা 'নারায়ণী' শ্রীচৈতন্যের প্রেমে আপ্লুতা হয়েছিলেন। তরুণ রঘুনাথ তথাকথিত মাতৃ-পিতৃপ্রেম ও পত্নীপ্রেম হতে পৃথক্ থেকেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমিক হয়েছিলেন। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি জগতে যত প্রকার দুরাচার থাকতে পারে, সকল দুরাচারে দুষ্টাচারী জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সন্ধান পেয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দুরাচার চিরতরে বিসর্জ্জন ক'রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক মহাভাগবত হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ-গোপালের অলঙ্কার-অপহরণকারী চোর, নিত্যানন্দের অলঙ্কার-লুণ্ঠনকারী নবদ্বীপের ব্রহ্মবন্ধু দস্যু-সেনাপতি ও তা'র দল শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সন্ধান পেয়ে অতি অনায়াসে তাঁদের

তাৎকালিক স্বভাব পরিত্যাগ ক'রে প্রেমের প্রচারক হয়ে পড়েছিলেন। অতি দরিদ্রের পক্ষে কর্ম্মবীরের ও ধনবীরের সম্পাদ্য রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সামর্থ্য নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলকেই কৃতার্থ কর্‌তে সমর্থ। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর প্রভৃতির ন্যায় কপর্দ্দক-শূন্য ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মহাধনী হয়ে অষ্ঠসিদ্ধিকেও পদাঘাত করতে পারেন; আবার প্রতাপরুদ্রের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তীও শ্রীচৈতন্যের প্রেমে আপ্লুত হয়ে একমাত্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমসেবা ব্যতীত সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীকেও তুচ্ছজ্ঞান ক'রে থাকেন। শুক্লাম্বর, শ্রীধর যেরূপ প্রেমের অধিকারী, মহারাজ প্রতাপরুদ্রও সেইরূপই অধিকারী। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে দীন-দরিদ্র এমন কি, দাস-দাসীরও কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই; কারণ, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের বিচার প্রেমের পরিপন্থী হতে পারে না। চেতনের সঙ্গেই প্রেমের সম্বন্ধ। শ্রীবাসের গৃহের দাসী 'দুঃখী' (গৌরসুন্দরের কথিত 'সুখী'), মহাপ্রভুর বাড়ীর ভৃত্য 'ঈশান'—এঁদের শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কিছু অভাব ছিল না। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ-পর্য্যন্ত দুঃখী ও ঈশানের পদধৌত কর্‌বার জলপ্রদান কর্‌তে পারলে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করেন।

বিধর্ম্মী চাঁদকাজি, গৌড়ের বাদশাহ হুসেনসাহ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের প্রেমের মহিমার কণা লাভ করেছিলেন। আবার আর একদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায় পরম পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ-কুলশিরোমণি ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমের নিকট নিজ নিজ পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, স্বধর্ম্মপরায়ণতা যে কত অকিঞ্চিৎকর, তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। নানা অপরাধে অপরাধী, রাজদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিগণ পর্য্যন্ত ঠাকুর হরিদাসের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের মহিমা শ্রবণের অবকাশ পেয়েছিলেন—যে-সৌভাগ্য 'মুক্ত'-অভিমানী মায়াবাদিগণের মূল পুরুষগণের পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই। ষষ্টিসহস্র মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্যের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তা অবগত হয়ে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞতাকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়েছিলেন।

কে কবে শুনেছিল—বনের হিংস্র ব্যাঘ্রভল্লুক-সিংহাদির সঙ্গে শান্ত প্রকৃতির পশু মৃগাদি একত্র হয়ে ভগবানের সেবায়—ভগবানের নামানন্দে নৃত্য করতে পারে? কে কবে শুনেছিল,—বনের বৃক্ষ, তৃণ-গুল্ম-লতাদি আত্মমঙ্গলের পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারে? কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেম আবিষ্কৃত হলে সেই অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়েছিল। পশু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা জ্ঞানের কুতর্ক বুঝতে পারে না—ঘট-পটের তর্কে যোগদানে তাদের সামর্থ্য নাই; কিন্তু ঝারিখণ্ডের হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক, সিংহ এবং তৎসঙ্গে শান্ত মৃগগণ, তাদের হিংসাবৃত্তি ও পশুবৃত্তি ভুলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্লাবনে মগ্ন হয়েছিল।

তাই যেমন বিনা বীজে অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের পদরেণু-গণের আশ্রয়-ব্যতীত নিগূঢ় প্রেমলাভও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্যই মহাকবি বলেছেন,—

বিনা বীজং কিং নাঙ্কুরজননমন্ধোঽপি ন কথং
প্রপশ্যেন্ন পঙ্গুর্গিরিশিখরমারোহতি কথম্।
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে-
ঽপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেমরভসঃ॥

অতি যত্নেও যদি অভক্তগণের কখনও হরির নিজ ভক্তিরস-স্বরূপ ও পরমচমৎকারকারি-বৈভব-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে পরম প্রেমানন্দ উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তা' হলে বিনা বীজে অঙ্কুরোদ্গম্ হয় না কেন? অন্ধব্যক্তিই বা দেখ্‌তে পায় না কেন? আর পঙ্গুই বা সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করতে পারে না কেন?

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদ-রসবিলাস-প্রথনয়া
ন যঃ শ্রীগোবিন্দানুচর-সচিবেষ্বেষু কৃতিষু।
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন য-
ন্মতির্গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ স মূঢ়ো নরপশুঃ॥

যিনি শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার সহায়ক সেই কৃতিমান পার্ষদগণের মধ্যে

কেহই ন'ন, অথচ তাঁ'কেও অলৌকিক ভাবে যিনি প্রেমোন্মাদকর রস-বিলাস বিস্তার-দ্বারা অকস্মাৎ পরম চমৎকার প্রেমানন্দ প্রদান করেন, সেই সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরে যাঁর মতি হয় না, এইজগতে সে-ই অতিমূঢ় 'নরপশু'।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম কিরূপ সার্ব্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী, তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ যে অমৃতময়ী গীতি রচনা করেছেন, তা আবৃত্তির লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না,—

উদ্‌গৃহ্ণন্তি সমস্তশাস্ত্রমভিতো দুর্ব্বার-গর্ব্বায়িতা
ধন্যম্মন্য-ধিয়শ্চ কর্ম্মতপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ।
দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন হরের্নামানি বামাশয়াঃ
পূর্ব্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ কর্‌তেন অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ নাই'—এরূপ মনে করতেন। কেহ কেহ আবার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদি-মার্গে উচ্চ-নীচ-ভাবে অবস্থিত হয়ে নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করতেন, তাঁ'দের কেহ কেহ দুই তিনবার মাত্র হরির নামাবলী জপ কর্‌তেন, তথাপি তাঁদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই থাকতো। এই ছিল পূর্ব্বের অবস্থা; কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হলে পর 'প্রেম'ও সাধারণ হয়ে পড়লো অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই প্রেম লাভ করলো।

দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্য-পাদাব্জসেবে
বিম্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুর-প্রেমপীযূষ-বীচীঃ।
কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বধূঃ কো বরাকঃ
সর্ব্বেষামৈকরস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তিভাজং বভূব॥

সুরগণ যাঁর পাদপদ্মসেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময় পুরুষ শ্রীচৈতন্য-দেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেমপীযূষ-লহরী অতিশয় বিস্তার করলেন; তা'তে এই সংসারে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি

জড়মতি, কি শোচনীয় নীচ ব্যক্তি—সকলেই ভক্তিভাজন হয়ে শ্রীহরিচরণে কিপ্রকার অপূর্ব্ব প্রেমরসই না লাভ করেছিলেন!

সর্ব্বে শঙ্কর-নারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি
প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোঽপি মিলিতো জাতাশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ।
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপাল-গোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি॥

প্রেমরস-রসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হলে শঙ্কর, নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন করেছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) আবির্ভূতা হয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ বলদেব (পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দরায়-রূপে) মিলিত হলেন; যাদবগণও অবতীর্ণ হয়েছিলেন; আর অধিক কি বলবো, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক, চিত্রকাদি দাসগণ, সুবলাদি সখাগণ, ললিতাদি গোপীগণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ—সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুর-প্রোজ্জ্বলোদার-ভাজ-
স্তৎ পাদাব্জদ্বিতয়-সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর-মহাপ্রেমপীযূষ-লক্ষ্মীং
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগতাদ্ভুতং হেমগৌরে॥

তপ্তহেম-অঙ্গকান্তি শ্রীগৌরসুন্দর জগতে নিজ অত্যদ্ভুত প্রেম বিতরণ করলে যে-সকল নিত্যসিদ্ধ দাসগণ, সখাগণ ও কেবল মধুর-রসের প্রেয়সীগণ গৌরপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই তাঁ'রা পূর্ব্বের কৃষ্ণলীলার প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করেছিলেন।

হসন্ত্যুচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোঽপি পরিতো
দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়-গ্রাব-ঘটিতাঃ।
তিরস্কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকল শাস্ত্রজ্ঞ-সমিতিং
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুত-মহিমসারেঽবতরতি॥

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কি অদ্ভুত মহিমা যে, তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে অহো! কুলবধূগণও লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতে লাগলেন, কুবিষয়-রূপ পাষাণে নির্ম্মিত কঠিনহৃদয়ও দ্রবীভূত হতে লাগলেন, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে অপরা বিদ্যায় নিপুণ পণ্ডিতাভিমানীগণের শাস্ত্রজ্ঞানকে ধিক্কার প্রদান করতে লাগলেন।

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্ব্বং যদেষাং
খর্ব্বা সর্ব্বার্থসারেঽপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গম্ভীরোদার-ভাবোজ্জ্বল-রসমধুর-প্রেমভক্তি-প্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে॥

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীগণেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি ছিল না। এঁরা সর্ব্বপুরুষার্থ-সার কৃষ্ণপ্রেমকে লক্ষ্য করতে পারেন নি, যেহেতু এঁদের বুদ্ধিবৃত্তি ছিল খর্ব্ব (অল্প) ও কুণ্ঠিত (সন্দেহপ্রবণ)। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় তাঁ'র গম্ভীর, উদার (পরম চমৎকার) ভাবযুক্ত উন্নতোজ্জ্বল-মধুররসময়ী প্রেমভক্তিতে কাঁদেরই বা প্রবেশ না হয়েছে!

অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্ব্বৈঃ।
এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্॥

অতি সদাচারী, অতি ধার্ম্মিক প্রাচীন মহাপুরুষগণের সঙ্গ-প্রভাবে কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হয়ে কৃত-কৃতার্থ হয়েছেন, সত্য; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

বেদ-বেদান্ত ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম

সনাতন-ধর্ম্মের প্রচারক ও গ্রাহক মনীষিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ এই যে,—"বেদ বা বেদান্তই সনাতনধর্ম্মের ভিত্তি বা মূল। যে কথা বেদে নাই—বেদান্তে নাই, সে-কথা 'সনাতন' ব'লে গৃহীত হ'তে পারে না" —একথা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। যে-বেদান্তের উপজীব্য—শ্রুতিমালা, সেই শ্রুতির পথ বা শ্রৌতপথকে পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্ম কখনও 'সনাতন' পদবাচ্য হতে পারে না। শ্রৌতপথ হতে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম—স্বকপোলকল্পিত মনোধর্ম্ম-মাত্র। *"সুতরাং ইহাই যখন নিশ্চিত হয়, তখন বেদে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথার কোন মৌলিকতা পাওয়া যায় কি? যদি শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেম বেদের মৌলিকতা আকর্ষণ করে, তবেই আমরা তা'কে 'সনাতনধর্ম্ম' ব'লে গ্রহণ করবো।"*—এরূপ একটা সন্দেহ বা পূর্ব্বপক্ষ মনীষিগণের চিত্তে স্থান পেতে পারে।

'বেদ' বলতে সাধারণতঃ সংহিতা-অংশ এবং শ্রুতি-অংশ বিচারিত হয়। সংহিতা-অংশে আছে কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন ও প্রশস্তি; এবং বেদের শিরোভাগ 'উপনিষদে' কর্ম্মকাণ্ডের নিবৃত্তিপর উপদেশরাজির সমাবেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সকলেই এমনকি স্থূলবুদ্ধিও বেদে প্রবৃত্তমার্গ ও তৎপ্রতিযোগী নিবৃত্তিমার্গের কথা দেখ্‌তে পান। কিন্তু বেদে ভগবদ্ভক্তির চরম সীমা প্রেমের কথা কোথায় আছে? যদি না থাকে, তা' হলে প্রেমধর্ম্ম কিরূপেই বা পঞ্চম পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হতে পারে? আর সেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রচারকারী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারেরই বা কি সার্থকতা থাক্‌তে পারে?

এই পূর্ব্বপক্ষ বা সাধারণ সংশয়ের মীমাংসায় অনেকগুলি উত্তর উপস্থাপিত হতে পারে। আচার্য্যগণ এই সাধারণ সংশয়ের উৎকৃষ্ট মীমাংসা করেছেন। বেদ অন্যাভিলাষ বা পাতক, অনুপাতক, অপপাতক,

অতিপাতক প্রভৃতি অসৎকর্ম্ম-সমূহের নিরাসের জন্য অত্যন্ত ভোগোন্মুখ মানবজাতির কাছে নানাপ্রকার ফলশ্রুতি-মূলে বহু দেবতার আবাহনকারী কর্ম্মবাদ-সমূহের প্রশংসা করেছেন। এটী ধর্ম্মরাজ্যে যা'রা অত্যন্ত শিশু, তা'দের বালচাপল্য-নিরাসের জন্য একটী চেষ্টামাত্র। বালককে লাড্ডুর লোভ দেখিয়ে ঔষধসেবনে প্রলুব্ধ কর্‌বার চেষ্টা এতে প্রকাশিত হয়েছে।

কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামানুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৬)

[কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ—স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকার বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ। 'বেদ' স্বয়ং—পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অশান্ত, বাল-স্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য-জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান্, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্ম-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম-বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।]

যেমন পিতা বা মাতা বালককে কোন আপাত চাকচিক্য বস্তু প্রদান ক'রে বালককে ঔষধাদি সেবন করান বা অধ্যয়নাদিতে নিযুক্ত করেন, কিন্তু সে-সময় চাক্‌চিক্য বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতা বালকের নিকট প্রকাশ না ক'রে তা'র আপাত সৌন্দর্য্যেরই প্রশংসা ক'রে থাকেন; তদ্রূপ বেদ (সংহিতা-অংশে) কর্ম্মকাণ্ডের তৎক্ষণাৎ নিন্দা না ক'রে বরং তা'র প্রশস্তি

গানপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যের শিশুগণকে অত্যন্ত অধর্ম্ম বা পাপরাজ্য হতে পুণ্যময় অনুশীলনে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা করেন। আবার যখন তা'রা পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তা'দের নিবৃত্তির কথা শুনাবার জন্যে কর্ম্মের নিন্দা ক'রে শ্রুতি-অংশে বলেন,—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎতেনাতুরা ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

(মুণ্ডক ১।২৯)

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুপ্রকার অবিদ্যার মধ্যে থেকেই 'আমরা কৃতার্থ হয়েছি' —এরূপ অভিমান করে; যেহেতু তা'রা কর্ম্মী, সেহেতু কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এজন্যই তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কর্ম্মফলে যে-স্বর্গাদি লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হলে পর তা'রা সেস্থান হতে চ্যুত হয়।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

(মুণ্ডক ৩।৩)

যে-কালে জীব হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখ্‌তে পান, সে-কালে পরবিদ্যা লাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিজাত পাপ-পুণ্যের ধারণা সব ধৌত ক'রে নির্ম্মলতা ও সমতা লাভ করে।

—এই শ্রুতির শ্লোকের প্রতিধ্বনি গীতায় এইরূপে আছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

শ্রুতিতে এই যে পরম উপশান্তির উপদেশ, তার উত্তরফল-রূপে অর্থাৎ তার লক্ষ্যরূপে গীতার উক্তি-অনুসারে ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, দেখা যায়। "**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা**" হওয়ার পরও কার্য্য শেষ হয় নাই। সেখানেই ইতি বা ছেদ দেওয়া যায় না। তা'র পরে "**মদ্ভক্তিং লভতে পরাং**"—কৃষ্ণে পরাভক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। শ্রুতিতে অনেক স্থানে দেখা যায়, কর্ম্মবাদ অর্থাৎ জড়-সবিশেষবাদ নিরাস ক'রে একটা

আপাত-নির্ব্বিশেষবাদের বিচার প্রকাশিত হয়েছে। বেদ পাঠ ক'রে এক সম্প্রদায় যেমন কর্ম্মবাদকেই বেদের চরম লক্ষ্য মনে করেন, আর এক সম্প্রদায় আবার তেমনি নির্ব্বিশেষবাদকেই বেদের চরম কথা বলে হঠাৎ বিচার ক'রে বসেন।

জড়-বিশেষ নিরাস করে বেদে কি জন্য নির্ব্বিশেষের অবতারণা হয়েছে, তা' তাঁ'রা আর অধিক অনুসন্ধান ক'রে দেখেন না। সুচতুর দোকানী যখন তাঁর কোন একটি দ্রব্য গ্রাহককে প্রদর্শন করেন, তখন প্রথমেই গ্রাহককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যটি দেখিয়ে ফেলেন না। গ্রাহকের কতটা যোগ্যতা আছে অর্থাৎ গ্রাহকের কতটা সম্বল বা অর্থ আছে, কতটা ভাল জিনিষ সে কিন্‌তে পারবে, সেজন্যে সুচতুর বিক্রেতা অল্পদামের দ্রব্য হতে গ্রাহককে দেখাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রাহক যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যের গ্রাহক হন, তাহলে তিনি *'তার পর কি', 'আগে কহ আর'* বলতে বলতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্রব্য খুঁজে নেন। যাঁরা বেদের কর্ম্মবাদে প্রলুব্ধ হয়ে পড়লেন, তাঁহার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর গ্রাহক। তাঁদের যোগ্যতা বা সম্বল অত্যন্ত কম। আবার যাঁরা তার চেয়েও উচ্চতর জিনিষের প্রার্থী হয়ে বেদের নিকট উপস্থিত হলেন, তাঁরা বেদ-ভাণ্ডার হতে জড়-সবিশেষের পরিবর্ত্তে জড়-সবিশেষ-নিরাসক নির্ব্বিশেষ-ফল পেয়ে যদি ভুলে না যান, তা হলেই চিৎসবিশেষ-ফলের অনুসন্ধান-তৎপর হতে পারবেন। তখনই বুঝ্‌তে পারবেন যে—"**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা**" এই প্রাকৃতবিশেষ-রহিত শান্তভাবের পরও বেদের বিপণিতে "**মদ্ভক্তিং লভতে পরাং**"-রূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা '*ক্যালকাটা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টে*'র কথা উল্লেখ কর্‌তে পারি। ক্যালকাটা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের কাজ কি? প্রথম-মুখে যাঁরা ওঁদের কাজ দেখেন, তাঁরা মনে করেন, নির্ব্বিশেষ করে দেওয়াই তাঁদের কাজ। কারণ যেখানে যত খারাপ বাড়ীঘর আছে, ঐগুলিকে ভেঙ্গে-চুরে একেবারে ভূমিসাৎ করে দেওয়াই ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের

প্রথম কাজ। কিন্তু ঐ ট্রাষ্টের ওরূপ কর্‌বার শেষ উদ্দেশ্যটী কি? কি জন্যে ট্রাষ্ট ওরকম ক'রে থাকেন? খারাপ বাড়ীঘরগুলোকে ভেঙ্গে—(জড়বিশেষকে ভূমিসাৎ ক'রে—নির্ব্বিশেষ ক'রে) সেখানে সুন্দর সৌধ—সুন্দর বাগান (অর্থাৎ অপ্রাকৃত সুন্দর চিৎসবিশেষের সৌধ-সমূহ) প্রকাশের জন্যই ওরকম চেষ্টা।

বেদও তাই করেছেন। কর্ম্মবাদরূপ, পাপ-পুণ্যরূপ জীবের চেষ্টাকে নিরাস করে নির্ব্বিশেষের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানেই বেদের কথা শেষ হয় নি। এখানে বেদ অনধিকারীর কাছে—অযোগ্য গ্রাহকের কাছে আত্মগোপন করতে পারেন সত্য, কিন্তু জড়-সবিশেষকে নিরাস ক'রে সেখানে চিৎসবিশেষের অর্থাৎ ভক্তির চরমকাষ্ঠা প্রেমের সৌধ নির্ম্মাণের জন্যেই শ্রুতির প্রবৃত্তি। বেদকে এজন্যই আমরা ধর্ম্মের মূল বলে থাকি।

যেমন 'ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট-ট্রাষ্ট' খারাপ দালান-কোঠাকে নিরাস ক'রে সুন্দর সৌধ-নির্ম্মাণের জন্যে উৎকৃষ্ট ভূমি ক'রে দেন, বেদও তাই করেছেন। তিনি ভূমি ক'রে দিয়েছেন। বেদের কৃপায় ভূমিকা-পত্তন সম্ভব হয়েছে বলে বেদকে যাঁরা অমান্য ক'রে থাকেন, তাঁরা মূল ভূমিকাকেই অমান্য ক'রে ফেলেন! বেদকে অমান্য করলে জড়-সবিশেষের ভূমি বা নানাপ্রকার খারাপ স্যাঁৎসেঁতে ভূমি এসে উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। সেরকম ভূমিতে সৌধের ভিত্তিস্থাপন করলে অচিরেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই জড়-সবিশেষ নিরাসের জন্যে যে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ সাম্যভাব বা শান্তভাব, তা ভক্তিসৌধের ভূমিকা-মাত্র,—তা ভক্তির নিরাকরণ নয়। ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট-ট্রাষ্ট প্রথমে খারাপ বাড়ীঘরগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন বলে যে পরবর্ত্তিকালে সুন্দর ভূমিকায়ও তাঁদেরই বিধানানুসারে সুগঠিত সুদৃঢ় সৌধগুলোকে উড়িয়ে দিতে হবে, তা নয়। বেদ জড়-সবিশেষ নিরাকরণ করেছেন ব'লে চিৎসবিশেষ নিরাকরণ করেন নাই।

যেমন কোন সুন্দরী পতিব্রতা রমণী তাঁর গায়ের মলিনতা-গুলোকে নদীতে ধৌত করছেন, শরীরের মলিনতা ধৌত করেই কিন্তু তাঁর কার্য্য

শেষ হল না, তিনি মলিনতা ধৌত ক'রে সেই দেহ দিয়ে পতির সেবা করবেন। পতির সেবা না ক'রে কেবল শরীর ধৌত-মাত্রেই তাঁর শেষ উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত করলে তাঁকে বুদ্ধিমতী বলা যাবে না। তাতে তিনি অধিক পরিমাণ সুখ লাভ করতে পারবেন না। শরীর বিধৌতির পর স্বামি-সেবায় ও স্বামি-সাহচর্য্যেই তার সুখের চরমসীমা লাভ হবে। বেদ আমাদের জড়মলিনতা দূর করবার যে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে আমরা বিরজা-স্নান-মাত্র করলাম। এখানেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হল না। যাঁরা নির্ব্বিশেষ-বাদকে চরম লক্ষ্য জ্ঞান করেন, তাঁ'দের বিচার—''*বিরজা-স্নান পর্য্যন্তই কাজ, তারপর আর কোন কাজ নেই।*''

কিন্তু কি জন্যে স্নান, কার জন্যে স্নান, এ বিষয়ে যাঁরা আরও অধিকতর অনুসন্ধান করলেন, তাঁ'রা দেখলেন, পতির সেবার জন্যেই স্নানের প্রয়োজন হয়েছিল বা অঙ্গের মলিনতা-বিদূরণ-কার্য্যের আবশ্যক হয়েছিল, কেবল স্নানই চরম ফল হ'তে পারে না। কেবল স্নানে যে সাময়িক স্নিগ্ধভাব হয়, বা শান্তভাব আসে, তা শেষ ফল হ'তে পারে না। স্বামি-সেবায় চরম সুখ পাওয়া যায়—বেদ একথা ইঙ্গিতে অনেক স্থানে বলেছেন। বেদ ধর্ম্মরাজ্যের প্রাথমিক বা আদিম শাস্ত্র ব'লে সেখানে ধর্ম্মরাজ্যের ব্যক্তিগণের প্রাথমিক কথা পর্য্যন্ত স্পটভাবে আছে; কিন্তু যাঁরা বেদের কথাকে পূরণ করতে চান, বেদকে আরও পরিষ্কৃতভাবে —বিস্তৃতভাবে—পল্লবিত ও প্রস্ফুটিতরূপে দেখতে চান, তাঁদের জন্যে বেদের পরিশিষ্ট-রূপে বা বেদেরই পরিপূরক-রূপে 'পুরাণ', 'সাত্বত-তন্ত্র' প্রভৃতি জগতে প্রকাশিত হয়েছেন।

যাঁরা বলেন,—'*আমরা কেবল বেদ মানবো বা বেদের মধ্যে কিছু অংশ মাত্র মানবো, কিম্বা আমাদের মনগড়া ক'রে বেছে বেছে কথাগুলি নেবো*', তাঁরা সমগ্র সনাতন শাস্ত্রকে মানলেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর শিক্ষায় সমগ্র সনাতন সাত্বত শাস্ত্রের স্বীকার আছে—যথার্থ সমন্বয় আছে। তিনি বেদকে, শ্রুতিকে, পুরাণকে, পঞ্চরাত্রকে, স্মৃতিকে সমভাবে স্বীকার করেছেন এবং

সকলকেই এক তাৎপর্য্যপর বলেছেন; কিন্তু নির্ব্বোধ গ্রাহকের মতো শাস্ত্র প্রথম যে জিনিষটী দেখিয়ে গ্রাহকের যোগ্যতা পরীক্ষা করে নিচ্ছেন, সেই প্রাথমিক জিনিষগুলিকেই চরম জিনিষ বলেন নাই। গীতার তৃতীয় অধ্যায় খুলে কর্ম্মের প্রশংসা দেখে' সেখানেই গীতা বন্ধ ক'রে দেন নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহার শ্লোকে যোগের প্রশংসা দেখে' এবং কর্ম্ম হতে যোগকে শ্রেষ্ঠ জেনে, যোগই গীতা-বিপণির শ্রেষ্ঠ দ্রব্য—এরকম সিদ্ধান্ত ক'রে গীতার কপাট বন্ধ করে দেন নাই। আবার একটি অধ্যায়ে 'জ্ঞানের প্রশংসা দেখে' জ্ঞানকেই গীতা-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন সিদ্ধান্ত ক'রে দোকান পরিত্যাগ করেন নাই। '**আগে কহ আর**'—এরূপ বলতে বলতে যখন গীতার চরম শ্লোকে ভগবানের শ্রীমুখবাক্যের মধ্যে '**গুহ্যতম**'—এই উক্তিটী পেয়েছেন, সেই 'তমপ্' প্রত্যয় যেখানে চরমের কথা—শরণাগতিরূপ ভগবদ্ভক্তির শেষ কথা অর্থাৎ প্রেমের কথা বলেছেন, সেখানেই তিনি 'এহ হয়' বলে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

শরণাগতির শেষ সীমা—শ্রীচৈতন্যের প্রেম

যাঁরা সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে সেবা না করতে পারেন, তাঁরা শরণাগত নন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিক্ষায় প্রপত্তি বা শরণাগতির কথা আছে বটে, কিন্তু তা সর্ব্বাঙ্গীন শরণাগতি নয়। গোপীগণের মতো তাতে আর্য্যপথ, লজ্জা, ধৈর্য্য, আত্মসুখ-পরিত্যাগরূপ শরণাগতি নেই; কৃষ্ণ চেলচুরি ক'রে গোপীগণকে যে শরণাগতির কথা জানিয়েছিলেন, সে-রকম কথা রামানুজের শরণাগতিতে নেই—সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা সেবার কথা রামানুজের কথিত প্রপত্তিতে নেই। সমস্ত অঙ্গ কৃষ্ণসেবায় না দিতে পারলে শরণাগতি হল কই? 'অর্দ্ধেক শরণাগতি'—শরণাগতির পূর্ণতম পরিচয় নয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সেই গীতোক্ত শরণাগতির—'**মামেকং শরণং ব্রজ**' মন্ত্রের পূর্ণতম অভিব্যক্তি—পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

শ্রীচৈতন্যের প্রেমই বেদ-বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য

তাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমই প্রকৃতপক্ষে নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল, সর্ব্ববেদান্তসার ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে। শ্রুতি যে ''**রসো বৈ সঃ**'', ''**অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু**'', প্রভৃতি মন্ত্রে রস-স্বরূপ, মধুস্বরূপ, মধুর রসবিগ্রহ, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেছেন, সেই রসস্বরূপ—স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতির মিলনে কি প্রকারে অপ্রাকৃত রসরূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা'র কথা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তায়ই পাওয়া যায়। যাঁরা ''**রসো বৈ সঃ**'' এই শ্রুতিমন্ত্র অমান্য করেন না, তাঁরা জানেন যে, 'সঃ' পদ ক্লীবের বাচ্য নহে, পুরুষের বাচ্য। ক্লীবব্রহ্ম-বাদে 'সঃ' পদ বা 'রস'-শব্দ নিযুক্ত হতে পারে না। লীলাপুরুষোত্তমই (অর্থাৎ কেবল বিষয়বিগ্রহই) উপনিষৎ-কথিত 'সঃ' পদ বা 'রস'-শব্দের একমাত্র বাচ্য হতে পারেন না।

কারণ, আলঙ্কারিক-মাত্রেই জানেন—যেখানে 'রস' শব্দ প্রযুক্ত, সেখানে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী বাদ দিয়ে 'রস'-শব্দ থাকতে পারে না। বিভাবের মধ্যে বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনকে যদি বাদ দেওয়া যায় অর্থাৎ যদি আশ্রয়ের বা ভজনকারীর নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, তাহলে আলম্বনের অভাবে 'রস' ব'লে কোন কথাই উপস্থিত হতে পারে না। কাজে কাজেই বেদমন্ত্রের সমীচীনতা থাকে না। সুতরাং যদি ''**রসো বৈ সঃ**'' এই বেদমন্ত্র স্বীকার করতে হয়, আর বেদমন্ত্র যদি নিত্যই হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, যেখানে 'সঃ' বস্তু রসস্বরূপ, সেখানে রসের বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন, রসের উদ্দীপনসমূহ, রসের বিভাবসমূহ, রসের অনুভাবসমূহ, রসের সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহ নিশ্চয়ই আছে। কাজেই এই বেদমন্ত্রই অতি স্পষ্টভাবে নির্ব্বিশেষ-বাদকে নিরাস ক'রে বেদ যে সেই

রসস্বরূপ, প্রেমাস্পদ রসরাস-তাণ্ডবী শ্রীকৃষ্ণেরই গান করেছেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তাই অস্ফুট-ধ্বনিতে কীর্ত্তন করেছেন এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে সেই অস্ফুট ধ্বনিই দুন্দুভিনাদে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তা আমরা দুই বাহু তুলে বলতে পারি।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম ব্যতীত বেদান্তের প্রবৃত্তিই হ'তে পারে না। বেদান্ত বা শ্রুতিগণ এই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অভিসারে যাবার জন্যেই নিরন্তর উপাসনা করেন। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবার জন্যে গোপালতাপনী উপনিষদের সহিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটীও শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ আছে। শ্রুতিমালা নিরন্তর প্রেমবধূ-জীবন শ্রীনামেরই নখচন্দ্রিকা নীরাজিত ক'রে থাকেন। এজন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রেমাম্বুধি-বর্দ্ধনের একমাত্র উপায় ও উপেয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ-নামকেই নির্ণয় করেছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সেই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামের সর্ব্বোপরি বিজয় বিঘোষিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সন্ধান পেতে হলে শ্রীচৈতন্যানুগ-গণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামাশ্রয়ই আমাদের সাধন ও সাধ্য বলে নির্ণীত হয়।

প্রস্ফুটিত অপ্রাকৃত প্রেম-কুসুমের কলিকাই অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের গ্রাহক নামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে কিরূপভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রেমিক হয়ে পড়েন, তা আমরা শ্রীচৈতন্য-নিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের একটী গীতের মধ্যে দেখ্‌তে পাই—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা-জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া, হৃদি-মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব-দেহ জর জর॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে'॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ-সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা 'নাম', অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥

জগতের অচৈতন্য বা অপচৈতন্য-সম্প্রদায় চরমফল-রূপে অন্যান্য যে কিছু মতবাদই কল্পনা ক'রে বা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রীয় ক্ষুদ্রাধিকারের যোগ্যতায় প্রচারিত মতকে তাঁদের চরম প্রাপ্য বলে মনে করেন, করুন; আমরা কিন্তু সেই শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণের পাদপদ্মই বন্দনা করি,—যাঁদের প্রয়োজন-নির্ণয়ের চমৎকারিতা দর্শন ক'রে স্বয়ং ব্রহ্মা সেই প্রেমের রাজ্যের তৃণ-গুল্ম-লতা হ'তে চান্, উদ্ধবাদি মহাভক্তিযোগিগণ সেই প্রেমাস্পদগণের চরণরেণু হবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করেন, এমন কি স্বয়ং নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত নারায়ণের বক্ষোবিলাস পরিত্যাগ ক'রে উদ্ভ্রান্তা হয়ে পড়েন; অধিক কি, স্বয়ং প্রেমাস্পদ গোপীজনবল্লভও যেখানে চিরঋণী হয়ে থাকেন, সেখানে আমাদের সেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ ব্যতীত অন্য কোন জাগতিক বস্তু দূরে থাকুক, যেন সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যাদি বৈকুণ্ঠের দানেও আদর না হয়। এজন্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রেমিক রসিককুল-চূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেছেন,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

সভাপতির অভিভাষণ

[বক্তৃতা-শেষে সভাপতি মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-এল, কে-টি, সি-আই-ই সূরিরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত অভিভাষণ]

আমরা এতক্ষণ গৌড়ীয় মঠের বক্তার মুখে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ও মধুর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে ধন্য হলাম, তারপর আর কারও বক্তৃতা শোভন হবে না—শ্রোতৃমণ্ডলীরও প্রীতিকর হবে না।

আজকের সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তার মুখে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা শ্রবণ করবার জন্য আপনাদের যে প্রবল আগ্রহ ও অপূর্ব্ব ধৈর্য্য লক্ষ্য করলাম, তা'তে আমি সত্য-সত্যই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেছি। সভার শিষ্টতা ও অচাঞ্চল্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-সভার সভাপতিত্ব-স্বীকারে আমি সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত—আমার পক্ষে সভাপতির আসন-গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার এইটুকু লাভ যে, আমি এখানে অনেক উপদেশ পেয়ে ধন্য হওয়ার অবসর পেয়েছি।

আপনারা অনেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়-বিশেষের বাৎসরিক সভা-সমিতিতে যোগদান ক'রে তত্তৎ সভার কর্ত্তব্য, মন্তব্য, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির আলোচন শ্রবণ করেছেন। কলিকাতা টাউনহলে এরূপ অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়, তা'তে সাধারণ জনসমাজের অনেক উপকারের কথা আলোচিত হয়ে থাকে। যা'তে জগতের প্রকৃত উপকার সাধিত হতে পারে, সেই কথা সকলকে জানাবার জন্যই আজ গৌড়ীয় মঠের এই বক্তৃতার আয়োজন।

গৌড়ীয় মঠ স্থান ত্যাগ ক'রে, 'আসন ত্যাগ ক'রে' বলছি না, আজ যে এখানে এসে আমার মতো একটি অর্ব্বাচীনকে সভাপতি-পদে বরণ ক'রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা বলতে বসেছেন, তা'তে তাঁদের মহান্ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাঁ'রা জগতে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয়

দিচ্ছেন, তা' সকলের জানা আবশ্যক। সকলকে শ্রীচৈতন্যের কথা জানাবার জন্যই তাঁ'রা এখানে আমাদের মাঝখানে এসে এইসকল অপূর্ব্ব কথা বলছেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব এই বাঙ্গালায় এসে যে-প্রেমধর্ম্ম বিতরণ করেছিলেন, সেই প্রেম-বিতরণের ভার বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য (জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ) গ্রহণ করেছেন। বর্ত্তমান যুগের পক্ষে যে-প্রেমধর্ম্মের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হচ্ছে, তা' আজ গৌড়ীয় মঠের দ্বারা সার্থকতা লাভ করছে।

বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য'-শব্দটী বলেছেন, 'অচৈতন্য'-শব্দটী বলেছেন; বলেন নাই—কুচৈতন্য। আধুনিক বস্তুবিভ্রাটে জগৎ যেরূপ Materialism-এর দিকে ছুটছে, তা'তে মনে হয়, শুধু 'অচৈতন্য' নয়—উহা 'ভাক্ত চৈতন্য',—শ্রীচৈতন্য থেকে অনেক দূরে। বর্ত্তমান জগতের যেন প্রয়োজনই হয়ে পড়েছে—এই কুচৈতন্যের প্রসার। বরং অচৈতন্যের হাত হ'তে পার আছে, কিন্তু কুচৈতন্যের হাত থেকে পার পাবার উপায় নাই। (করতালি)

আমি বহুকাল বহুস্থানে বহু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সভ্যতা, সাহিত্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার ও শুনবার সুযোগ পেয়েছি, তা'তে ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি,—কি আমেরিকা, কি ফ্রান্স, কি জাপান প্রভৃতি সকল দেশই ন্যূনাধিক এই কুচৈতন্যে অভিভূত। আমি এ-কথা বহুবার বলেছি, এখনও বলছি এবং আরও বলবো—ভারতের মহাদান প্রেম—যে প্রেমের কথা প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করেছেন, সেই প্রেমের ধর্ম্ম ভারতের প্রান্ত হতে উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে সমগ্র জগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। যীশুখৃষ্ট যে কিছু প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, তা' এখন কর্পূরের মতো উড়ে গিয়েছে, খৃষ্টের কোন কথা এখন আর পালিত হয় না, তাঁর কোন উপদেশই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে দেখা যায় না; Christianity

এখন Churchianity হয়ে পড়েছে। সকলকে কেবল কতকগুলি বাহ্য আইন-কানুন স্বীকারে বাধ্য করা হয় মাত্র, তা'তে প্রেমের কোন কথা নাই।

কুচৈতন্যের হাত হ'তে যদি পরিত্রাণ পেতে হয়, তা' হলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন হওয়া দরকার। অনেক দিন জেনিভাতে থেকে—অনেক সভা-সমিতিতে আলোচনার ফলে ভারতের গুরুতর দায়িত্ব এই প্রেম-প্রচারের কথা আমার মনে জেগেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতে যে প্রেমের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, সেই প্রেমের কথা আগে অকপট প্রেমিকের নিকট হ'তে জেনে, তৎপরে সমগ্র জগতে প্রচার করা ভারতবাসীর একটা মস্তবড় দায়িত্বের কথা।

বক্তা বলেছেন,—বেদান্ত, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্রাদি কিছুই এই প্রেম-বিচারের বহির্ভূত বিষয় নয়, সর্ব্বত্রই প্রেম অনুস্যূত, সকলেই চরম প্রয়োজনে এক প্রেমেরই কথা বলেছেন। এই অপূর্ব্ব প্রেমের বার্ত্তা আপনারা যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই সেখানে কুচৈতন্যের প্রভাব কমে যাবে। আমি গৌড়ীয় মঠকে এ-কথা বলেছি, তাঁরা আমাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। যদি কোন দৈব-বিড়ম্বনা না হয়, তবে আমরা জেনিভাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটী শাখা দেখতে পাবো ব'লে আশা করি।

অমানুষিক প্রেমধর্ম্মের আদর্শই আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হলেই কুচৈতন্য অপসারিত হবে। ভাবুন দেখি, সেদিন কবে হবে—যেদিন আমাদের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হবেন—আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক হবো। ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা, শীঘ্রই আমাদের সেই শুভদিন আসুক।

গৌড়ীয় মঠ আমাদিগকে যে-সমস্ত অমূল্য কথা শ্রবণের সুযোগ দিচ্ছেন, তজ্জন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন—শ্রদ্ধাভাজন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ অন্যবার আমাদের ন্যায় সাধারণ লোককে আকর্ষণ করবার জন্য

নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ক'রে থাকেন, এবার মাধুর্য্যময় প্রেমের কথা দার্শনিকভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত ক'রে আমাদের উপকারের ব্যবস্থা করেছেন। গৌড়ীয় মঠের আচার-ব্যবহার ও আচার্য্যদেবের সেবা-প্রণালী শ্রবণ ও বিচার ক'রে যাঁরা তদনুযায়ী জীবগঠনে যত্নবান্ হবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ধন্য হবেন। গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ে যে-সকল অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করেন এবং সেই উপদেশাবলীতে যে একটা অপূর্ব্ব প্রাণময়তা আছে, তা'তে সত্য সত্যই লোক লাভবান্ হ'তে পারবেন।

আপনারা যেরূপ ধৈর্য্যধারণ ক'রে ও বিশেষ আগ্রহ-সহকারে অদ্যকার বিশেষ শ্রবণ করেছেন, তা'তে আমার বড় আশা হয়েছে যে, গৌড়ীয় মঠ সকলের হৃদয়ে একটা জাগরণের স্পন্দন আনতে পেরেছেন। আশা করি, এই শ্রীচৈতন্যের প্রেম এরূপভাবে আমরা সর্ব্বদা আস্বাদন করার সৌভাগ্য পেয়ে ধন্য হবো এবং সমগ্র জগৎও অচিরেই এই প্রেমাস্বাদনে ধন্য হবে।

(গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৯২পৃষ্ঠা)

সমাপ্ত

‘‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোপীজন-বল্লভের প্রতি প্রেম-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা গোপীর প্রেম জগতে সুলভ করিয়া দেখাইয়াছেন। চিন্ময় জগতের অনুশীলনে বেদ-উদ্ধারক মৎস্য-বিষ্ণুর উপাসনা, জগদ্-বাহক কূর্ম্ম-বিষ্ণুর উপাসনা, ভূগোল-উদ্ধারক বরাহ-বিষ্ণুর উপাসনা, শ্রীদাশরথী রাম-সীতার উপাসনাদি অতিক্রম করিয়া যে-কালে শ্রীবার্ষভানবী ও তদীয় দয়িতের উপাসনার কথা এবং তাঁহাদের পরস্পর প্রেম-সেবার কথা চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বোত্তম পরমচমৎকারিতা উৎপন্ন না করিবে, তৎকালাবধি প্রেমার সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমরা চিরবিমুখ থাকিব। চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের ধারণা-রহিত অকৈতব চরম প্রাপ্যকেই ‘প্রেমা’ কহে। জীবের মিশ্রবিচার কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্য যেকালে প্রবল থাকে, তৎকালে কৃষ্ণপ্রেমা যে নিত্য পুরুষার্থ, ইহা বুঝিতে না পারিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণে অপরাধপুঞ্জ সংগ্রহ ও তৎফলে পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়।’’

—শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ